তথ্যপুস্তিকা

ওয়েস্ট বেঙ্গল জয়েন্ট এন্ট্রান্স এগজামিনেশন-২০১৯
(ডব্লিউবিজেইই-২০১৯)

পরীক্ষার তারিখ

২৬.০৫.২০১৯ (রবিবার)

[সম্ভাব্য তারিখ, যা অনিবার্য পরিস্থিতিতে বদল করা হতে পারে]

ওয়েস্ট বেঙ্গল জয়েন্ট এন্ট্রান্স এগজামিনেশনস্ বোর্ড

একিউ-১৩/১, সেক্টর ৫, সল্টলেক সিটি, কলকাতা-৭০০ ০৯১

টোল ফ্রি নম্বরসমূহ: ১৮০০-১০২৩-৭৮১, ১৮০০-৩৪৫০-০৫০

দ্রষ্টব্য: বাংলা মাধ্যমে এই তথ্যপুস্তিকা প্রকাশের সময় যথেষ্ট সাবধানতা ও সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে। তা সত্ত্বেও যদি ইংরেজি ও বাংলা মাধ্যমে কোনও তথ্য বা বিবৃতির অসঙ্গতি লক্ষ করা যায়, সেক্ষেত্রে ইংরেজি মাধ্যমে দেওয়া তথ্য বা বিবৃতিই ঠিক ও চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।

অনলাইন আবেদন সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশাবলি

অনলাইনে আবেদন শুরু করার আগে প্রার্থীদের এই তথ্যপুস্তিকাটি ভাল করে পড়ে নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

একবার কোনও আবেদন গৃহীত হলে এমনটাই ধরে নেওয়া হবে যে, সংশ্লিষ্ট প্রার্থী এই তথ্যপুস্তিকা এবং এই বোর্ড দ্বারা প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত যাবতীয় শর্ত ও নিয়মাবলি, বিধি ও নির্দেশিকা মেনে চলতে আগ্রহী।

এই তথ্যপুস্তিকায় দেওয়া শর্ত ও নিয়মাবলি অনুসারী না হওয়া দরখাস্ত(গুলি) বাতিল করা হতে পারে।

১.	ডব্লিউবিজেইই–২০১৯–এর জন্য আবেদন কেবল অনলাইন পদ্ধতিতেই করা যাবে। এই পরীক্ষায় কোনও মুদ্রিত আবেদনপত্রের ব্যবস্থা নেই।
২.	আবেদনের আগে নিশ্চিত হয়ে নিতে হবে যে, আবেদনকারী www.wbjeeb.nic.in ওয়েব পোর্টালে দেওয়া প্রকৃত অনলাইন আবেদনপত্রটিই পূরণ করছে।
৩.	**আবেদনকারীর একটি চালু মোবাইল নম্বর এবং একটি বৈধ ই–মেল আইডি থাকা আবশ্যক।** ভবিষ্যতের যাবতীয় যোগাযোগ ও বার্তা আদান–প্রদান কেবলমাত্র নিবন্ধীকৃত মোবাইল নম্বর এবং ই–মেল আইডি–র মাধ্যমেই করা হবে। কোনও প্রার্থীর তরফে ভুল/ অবিদ্যমান/ অকার্যকর/ পরিবর্তিত কোনও মোবাইল নম্বর এবং/বা ই–মেল আইডি থেকে পাঠানো বার্তা গৃহীত না হলে বা অগ্রাহ্য করা হলে তার জন্য ওয়েস্ট বেঙ্গল জয়েন্ট এন্ট্রান্স এগজামিনেশনস বোর্ড কোনওভাবে দায়ী থাকবে না।
৪.	খেয়াল থাকুক, একবার অনলাইনে রেজিস্ট্রেশনের তথ্যাবলি অর্থাৎ, **পরীক্ষার্থীর নাম, পিতার নাম, মাতার নাম, লিঙ্গ এবং পরীক্ষার্থীর জন্মতারিখ** লিখে দাখিল করা হলে, সেগুলি **সাধারণ পরিস্থিতিতে কোনওভাবেই বদল/পরিবর্তন/সংশোধন করা যাবে না।** এর পাশাপাশি পরীক্ষার হলে ঢোকা, কাউন্সেলিং, সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তিপ্রক্রিয়া এবং রেজিস্ট্রেশনের সময় দাখিলযোগ্য স্কুল অ্যাডমিট কার্ড, মার্কশিট, সার্টিফিকেট, সচিত্র পরিচয়পত্র, কাস্ট/ক্যাটেগরি শ্রেণিভুক্তির সার্টিফিকেট ইত্যাদিতে উল্লিখিত তথ্যের সঙ্গে অনলাইনে এই পরীক্ষার রেজিস্ট্রেশনের সময় দেওয়া তথ্যাবলি হুবহু মিলতেই হবে।
৫.	দ্বৈত (ডুপ্লিকেট) আবেদন করা যাবে না।
৬.	অন্য কোনও ব্যক্তিকেই একজন প্রার্থীর অ্যাপ্লিকেশন নম্বর, পাসওয়ার্ড, সিকিউরিটি কোয়েশ্চেন/ সিকিউরিটি কোয়েশ্চেনের উত্তর জানানো উচিত হবে না।
৭.	এই তথ্যপুস্তিকায় উল্লিখিতমতো ফরম্যাট ও সাইজে প্রার্থীর **স্ক্যান করানো** ছবি ও স্বাক্ষর আপলোড করতে হবে।
৮.	অনলাইনে আবেদনের সময় প্রার্থীর দেওয়া কোনও তথ্য **(পরীক্ষার্থীর নাম, পিতার নাম, মাতার নাম এবং জন্মতারিখ বাদে)** সংশোধনের প্রয়োজন হলে তা কেবলমাত্র নির্ধারিত সংশোধনের মেয়াদেই (Period of Correction) করতে হবে। ওই নির্ধারিত মেয়াদের পর সংশ্লিষ্ট তথ্যগুলিতে আর কোনও সংশোধন/পরিমার্জনের অনুমতি এই বোর্ডের তরফে দেওয়া হবে না।
৯.	কোনও প্রার্থী তার আপলোড করা ছবি/ স্বাক্ষরে ত্রুটি সংক্রান্ত কোনও এসএমএস বা ই–মেল পেলে **একদিনের মধ্যেই** তাকে সেটি সংশোধন সংক্রান্ত কাজ করে নিতে হবে।
১০.	**ডব্লিউবিজেইই–২০১৯ পরীক্ষায় বসার জন্য অ্যাপ্লিকেশন ফি বাবদ লাগবে ₹৫০০.০০ (পাঁচশো টাকা মাত্র) এবং এর সঙ্গে প্রযোজ্যমতো ব্যাঙ্কের সার্ভিস চার্জ** বাবদ প্রদেয় অর্থাঙ্ক যোগ হবে। কেবলমাত্র নেটব্যাঙ্কিং/ ডেবিট কার্ড/ ক্রেডিট কার্ড–এর মাধ্যমে এই পরীক্ষার ফি জমা দেওয়া যাবে।

	পেমেন্ট স্ট্যাটাস নিজে থেকেই অনলাইনে আপডেট হবে এবং এই কারণে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই 'OK' দেখাবে। ব্যাঙ্কের নেটওয়ার্কে দেরি/ফেলিওর বা ইলেকট্রনিক পেমেন্ট গেটওয়ে (EPG)-তে ট্রানজাকশন ফেলিওরের মতো বিরল কয়েকটি ক্ষেত্রে সামান্য দেরি হতেও পারে। পরীক্ষার ফি জমা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই যদি পেমেন্ট স্ট্যাটাস 'OK' না দেখায়, সেক্ষেত্রে পরীক্ষার্থীকে ফের আর একবার পেমেন্ট করার চেষ্টা করতে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। ব্যাঙ্ক বা EPG-তে Payment Failure-এর ঝামেলা এড়াতে প্রার্থীদের পরীক্ষার ফি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ পর্যন্ত অপেক্ষা না করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।
১১.	**কনফার্মেশন পেজ, অ্যাডমিট কার্ড** ইত্যাদির কপি খুব সাবধানে নিরাপদ কোনও স্থানে সুরক্ষিতভাবে রাখতে হবে। এগুলির ডুপ্লিকেট কপি জেনারেট করা সম্ভব নয়।
১২.	পরীক্ষা সংক্রান্ত যে কোনও প্রশ্নের উত্তর পেতে এখানে যোগাযোগ করা যাবে: **কন্ট্রোলার অফ এগজামিনেশনস্** **ওয়েস্ট বেঙ্গল জয়েন্ট এন্ট্রান্স এগজামিনেশনস্ বোর্ড** **একিউ-১৩/১, সেক্টর ৫, সল্টলেক সিটি, কলকাতা-৭০০ ০৯১** **পরীক্ষা সংক্রান্ত হেল্পডেস্কের নম্বর: ১৮০০-১০২৩-৭৮১, ১৮০০-৩৪৫০-০৫০** **ই-মেল: www.wbjeeb.in ওয়েবসাইটে <Contact Us> লিঙ্ক**

সেকশন	আলোচ্য বিষয়	পৃষ্ঠা নং
১.০	ভূমিকা	৭
২.০	ওয়েস্ট বেঙ্গল জয়েন্ট এন্ট্রান্স এগজামিনেশন–২০১৯ (ডব্লিউবিজেইই–২০১৯)	৭
২.১	পরীক্ষা–পদ্ধতি	৭
২.২	পরীক্ষার বিষয়সূচি	৭
২.৩	পরীক্ষার সিলেবাস	৮
২.৪	ডব্লিউবিজেইই–২০১৯–এর সময়সূচি	৮
২.৫	ডব্লিউবিজেইই–২০১৯–তে প্রশ্নপত্রের ধরন	৮
২.৬	পরীক্ষায় উত্তর চিহ্নিত করার পদ্ধতি	৮
২.৭	নম্বর স্কোরিংয়ের প্রকারভেদ	৯
২.৮	মেধাতালিকা তৈরির পদ্ধতি এবং মেধাতালিকা প্রকাশ	১০
২.৯	মেধাতালিকা তৈরির সময় টাই ভাঙার বিধি	১১
২.৯.১	জিএমআর–এর ক্ষেত্রে টাই ভাঙার বিধি	১১
২.৯.২	পিএমআর–এর ক্ষেত্রে টাই ভাঙার বিধি	১১
২.৯.৩	জিএমআর এবং পিএমআর–এর ক্ষেত্রে চূড়ান্ত টাই ভাঙার বিধি	১২
২.১০	পরীক্ষার (ডব্লিউবিজেইই–২০১৯) বিধি	১২
৩.০	শিক্ষাগত ও অন্যান্য যোগ্যতামান	১২
৩.১	ডব্লিউবিজেইই–২০১৯–তে বসার যোগ্যতামান	১২
৩.২	ভর্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সাধারণ শিক্ষাগত যোগ্যতা	১২
৩.২.১	ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্সে ভর্তির ক্ষেত্রে	১২
৩.২.২	ফার্মাসি কোর্সে ভর্তির ক্ষেত্রে	১৩
৩.২.৩	শিক্ষাগত যোগ্যতামানের নিরিখে বিবেচ্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়	১৩
৩.২.৪	যোগ্যতামান সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য	১৩
৩.৩	বিশেষ যোগ্যতামান	১৪
৩.৩.১	নির্দিষ্ট কিছু প্রতিষ্ঠানের বিশেষ যোগ্যতামান	১৪
৩.৩.১.১	ইউনিভার্সিটি অফ ক্যালকাটা	১৪
৩.৩.১.২	যাদবপুর ইউনিভার্সিটি (ফ্যাকাল্টি অফ ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি)	১৪
৩.৩.১.৩	ওয়েস্ট বেঙ্গল ইউনিভার্সিটি অফ অ্যানিম্যাল অ্যান্ড ফিশারি সায়েন্সেস	১৫
৩.৩.১.৪	নেওটিয়া ইউনিভার্সিটি	১৫
৩.৩.১.৫	আলিয়া ইউনিভার্সিটি	১৫

৩.৩.২	নির্দিষ্ট কিছু কোর্সের বিশেষ যোগ্যতামান	১৫
৩.৩.২.১	মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং–এর ডিগ্রি কোর্স	১৫
৩.৩.২.২	আর্কিটেকচার–এর পাঁচ বছর মেয়াদি ডিগ্রি কোর্স	১৬
৩.৪	আবাসিকতা / ডোমিসাইল সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় তথ্য ও নথি	১৬
৩.৪.১	পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসী (ডোমিসাইল অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল) হিসেবে বিবেচিত হওয়া সংক্রান্ত যোগ্যতামান এবং শংসাপত্রের বয়ান	১৭
৩.৪.২	ডোমিসাইল সার্টিফিকেট ইস্যু করার উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ	১৭
৪.০	অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের শ্রেণিবিভাগ এবং ভর্তির সুযোগ	১৮
৪.১	প্রতিষ্ঠানসমূহের শ্রেণিবিভাগ	১৮
৪.২	সরকারি সহায়তা/ অনুদানপ্রাপ্ত ইউনিভার্সিটি এবং ইউনিভার্সিটি ডিপার্টমেন্টসমূহ (ইউ)	১৮
৪.৩	সরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং ও টেকনোলজি কলেজসমূহ (জি)	১৮
৪.৪	বেসরকারি ও সেল্‌ফ ফাইনান্সিং ইউনিভার্সিটিসমূহ (পিইউ)	১৯
৪.৫	বেসরকারি ও সেল্‌ফ ফাইনান্সিং ইঞ্জিনিয়ারিং ও টেকনোলজি কলেজসমূহ (পি)	১৯
৪.৬	বেসরকারি ও সেল্‌ফ ফাইনান্সিং ইঞ্জিনিয়ারিং ও টেকনোলজি কলেজসমূহ–সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠানসমূহ	১৯
৫.০	সংরক্ষিত শ্রেণিভুক্ত পড়ুয়াদের জন্য আসন সংরক্ষণ	১৯
৫.১	তফসিলি জাতি/ তফসিলি উপজাতি/ ওবিসি ‘এ’/ ওবিসি ‘বি’/ দৈহিক প্রতিবন্ধী শ্রেণিভুক্ত পড়ুয়াদের জন্য আসন সংরক্ষণের হিসেব–নিকেশ	১৯
৫.১.১	তফসিলি জাতি/ তফসিলি উপজাতি শ্রেণিভুক্তি শংসাপত্র ইস্যু করার উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ	২০
৫.১.২	ওবিসি ‘এ’/ ওবিসি ‘বি’ শ্রেণিভুক্তি শংসাপত্র ইস্যু করার উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ	২০
৫.১.৩	দৈহিক প্রতিবন্ধী শ্রেণিভুক্ত পড়ুয়াদের জন্য আসন সংরক্ষণ	২০
৫.১.৩.১	দৈহিক প্রতিবন্ধী পড়ুয়াদের জন্য বিশেষ ছাড়	২১
৫.২	প্রতিরক্ষাকর্মী(গণ)–এর সন্তানদের (ডিফেন্স কোটা–ভুক্ত) জন্য আসন সংরক্ষণের হিসেব–নিকেশ	২১
৫.৩	জেইই (মেন)–২০১৯–এর মাধ্যমে ভর্তির জন্য উপলব্ধ আসন	২৩
৬.০	টিউশন ফি ওয়েভার (টিএফডব্লিউ) স্কিম	২৩
৬.১	টিউশন ফি ওয়েভার (টিএফডব্লিউ) স্কিমের অধীনে উপলব্ধ আসন	২৩
৬.২	টিউশন ফি ওয়েভার (টিএফডব্লিউ) স্কিমের অধীনে আসনলাভের জন্য উপার্জনের শংসাপত্র (ইনকাম সার্টিফিকেট) দাখিল সংক্রান্ত বিধি	২৪
৭.০	আইনি অধিক্ষেত্র	২৪

৮.০	অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম পূরণ করা, পরীক্ষার ফি জমা দেওয়া এবং কনফার্মেশন পেজ ডাউনলোড এবং/বা প্রিন্ট করার পদ্ধতি	২৪
৮.১	ডব্লিউবিজেইই-২০১৯-এর জন্য আবেদন	২৪
৮.২	রেজিস্ট্রেশন	২৪
৮.৩	অ্যাপ্লিকেশন	২৫
৮.৪	পরীক্ষার্থীর ছবি ও স্বাক্ষরের স্ক্যান করা কপি আপলোডের পদ্ধতি	২৬
৮.৫	পরীক্ষার ফি জমা দেওয়া	২৭
৮.৬	কমফার্মেশন পেজ	২৭
৮.৭	অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম সংশোধন	২৮
৯.০	অ্যাডমিট কার্ড	২৮
১০.০	পরীক্ষাকেন্দ্র বণ্টন	২৮
১১.০	উত্তরপত্র মূল্যায়ণ এবং ফলপ্রকাশ	২৯
১২.০	কাউন্সেলিং/ আসন বণ্টন পদ্ধতি এবং ভর্তিপ্রক্রিয়া	৩০
পরিশিষ্ট-৮	ডব্লিউবিজেইই-২০১৯ পরীক্ষার বিধি ও নিয়মাবলি	৩১
পরিশিষ্ট-১০	গুরুত্বপূর্ণ তারিখসমূহ	৩৩

ডোমিসাইল সার্টিফিকেটের প্রোফর্মা, ইনকাম সার্টিফিকেটের বয়ান, অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের তালিকা, উপলব্ধ কোর্স/ ব্রাঞ্চসমূহের তালিকা, ডব্লিউবিজেইই-২০১৯ পরীক্ষার সিলেবাস, পরীক্ষাকেন্দ্রসমূহের তালিকা, অনলাইনে আবেদন সংক্রান্ত নির্দেশিকা, অনুমোদিত বোর্ড/ কাউন্সিলসমূহের তালিকা, নমুনা উত্তরপত্র (ওএমআর), নমুনা হাজিরাখাতা (অ্যাটেন্ডেন্স শিট) ইত্যাদির মতো বাকি পরিশিষ্টগুলির (পরিশিষ্ট ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৯, ১১, ১২, ১৩, ১৪) জন্য অনুগ্রহ করে ইংরেজি মাধ্যমের তথ্যপুস্তিকা (English Medium Information Brochure) দেখুন।

১.০	ভূমিকা
	ওয়েস্ট বেঙ্গল জয়েন্ট এন্ট্রান্স এগজামিনেশনস বোর্ড ভারতীয় সংবিধানের ১৬২ নং ধারাধীনে ০২.০৩.১৯৬২ তারিখ সংবলিত 828-Edn(T) মোতাবেক পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার দ্বারা ১৯৬২ সালে ওয়েস্ট বেঙ্গল জয়েন্ট এন্ট্রান্স এগজামিনেশনস বোর্ড (ডব্লিউবিজেইইবি) গঠিত হয়। পরবর্তীতে ওয়েস্ট বেঙ্গল অ্যাক্ট XIV/২০১৪ অনুযায়ী এই বোর্ডকে একটি বিধিবদ্ধ বোর্ড হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয় এবং একে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে মেডিক্যাল, ইঞ্জিনিয়ারিং ও টেকনোলজিক্যাল কোর্সসমূহের পাঠ দেওয়া প্রতিষ্ঠানসমূহে ভর্তির জন্য জয়েন্ট এন্ট্রান্স এগজামিনেশন আয়োজনের দায়িত্বভার দেওয়া হয়। যে কোনও পেশাদারি ও কর্মমুখী–সহ বহুবিধ আন্ডারগ্র্যাজুয়েট ও পোস্ট–গ্র্যাজুয়েট স্তরের কোর্সে ভর্তির জন্য সাধারণ প্রবেশিকা পরীক্ষা আয়োজনের ক্ষমতা এই বোর্ডের রয়েছে। এই কারণে এই ধরনের পরীক্ষা স্বচ্ছতার সঙ্গে আয়োজনের সময় সর্বদাই কার্যকর সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের ওপর এই বোর্ড গুরুত্ব আরোপ করে থাকে। ২০১২ থেকে এই বোর্ড স্বচ্ছতার সঙ্গে অনলাইনে আবেদনপত্র গ্রহণ এবং ই–কাউন্সেলিংয়ের মাধ্যমে আসন বণ্টন প্রক্রিয়া আয়োজন করে আসছে। ২০১৯–২০২০ শিক্ষাবর্ষে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়, সরকারি কলেজগুলির পাশাপাশি সেল্‌ফ ফিনান্সড ইঞ্জিনিয়ারিং ও টেকনোলজি প্রতিষ্ঠানগুলিতে ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি, ফার্মাসি এবং আর্কিটেকচার কোর্সগুলিতে ভর্তির জন্য এই বোর্ড একটি সাধারণ প্রবেশিকা পরীক্ষার আয়োজন করতে চলেছে।
২.০	**ওয়েস্ট বেঙ্গল জয়েন্ট এন্ট্রান্স এগজামিনেশন–২০১৯ (ডব্লিউবিজেইই–২০১৯)**
২.১	**পরীক্ষা–পদ্ধতি** এটি হল একটি সাধারণ প্রবেশিকা পরীক্ষা যা অফলাইন পদ্ধতিতে (ওএমআর–ভিত্তিক পরীক্ষা) আয়োজিত হবে।
২.২	**পরীক্ষার বিষয়সমূহ:** ‘ডব্লিউবিজেইই–২০১৯’ পরীক্ষায় পরীক্ষার্থীদের দুটি পেপারের প্রশ্নপত্রে পরীক্ষা দিতে হবে ১. **পেপার–১: ম্যাথমেটিক্স** ২. **পেপার–২: ফিজিক্স ও কেমিস্ট্রি (একত্রিত)।** পেপার–১ এবং পেপার–২, উভয় পেপারের পরীক্ষাতেই বসা এবং জিএমআর র‍্যাঙ্ক পাওয়া প্রার্থীরা সমস্ত প্রতিষ্ঠানে ইঞ্জিনিয়ারিং/ টেকনোলজি/ আর্কিটেকচার/ ফার্মাসি কোর্সসমূহে ভর্তির জন্য যোগ্য বলে বিবেচিত হবে। কেবলমাত্র পেপার–২–এর পরীক্ষা দেওয়া ও পিএমআর র‍্যাঙ্ক পাওয়া প্রার্থীরা কেবলমাত্র ফার্মাসি কোর্সে (যাদবপুর ইউনিভার্সিটি বাদে) ভর্তির জন্য যোগ্য বলে বিবেচিত হবে।

২.৩ **পরীক্ষার সিলেবাস:** 'ডব্লিউবিজেইই–২০১৯' পরীক্ষার বিষয়ভিত্তিক বিশদ সিলেবাস এই তথ্যপুস্তিকার **পরিশিষ্ট–৭** অংশে দেওয়া আছে।

২.৪ **ডব্লিউবিজেইই–২০১৯ পরীক্ষার সূচি:**

পরীক্ষার তারিখ	পেপার/বিষয়	সময় নির্ঘণ্ট
২৬.০৫.২০১৯ (রবিবার) [এই তারিখটি সম্ভাব্য এবং অনিবার্য পরিস্থিতিতে বদলযোগ্য]	পেপার–১ (ম্যাথমেটিক্স)	**বেলা ১১.০০টা থেকে দুপুর ১.০০টা**
	পেপার–২ (ফিজিক্স ও কেমিস্ট্রি)	**দুপুর ২.০০টো থেকে বিকেল ৪.০০টে**

ডব্লিউবিজেইই–২০১৯ পরীক্ষার উপরিলিখিত সূচি অনুযায়ী নির্ধারিত তারিখ ও সময়ে কোনও পরীক্ষার্থী পরীক্ষা দিতে না পারলে কোনও পরিস্থিতিতেই পরবর্তী কোনও পরীক্ষা আয়োজন করা হবে না।

২.৫ **ডব্লিউবিজেইই–২০১৯ পরীক্ষায় প্রশ্নপত্রের ধরন**

এই তথ্যপুস্তিকার **পরিশিষ্ট–৭** অংশে উল্লিখিত ডব্লিউবিজেইই–২০১৯ পরীক্ষার জন্য নির্ধারিত সিলেবাসের ওপর ভিত্তি করে প্রশ্নগুলি করা হবে।

প্রতিটি বিষয়ে সমস্ত প্রশ্ন **মাল্টিপল চয়েস কোয়েশ্চেনস (এমসিকিউ) টাইপের** হবে, যেগুলিতে প্রতিটি প্রশ্নের চারটি করে সম্ভাব্য উত্তর দেওয়া থাকবে। প্রতিটি বিষয়ে তিন ক্যাটেগরির (প্রকারভেদ) প্রশ্ন দেওয়া থাকবে। ক্যাটেগরি অনুযায়ী প্রশ্নের সংখ্যা এবং প্রতি প্রশ্নের সর্বাধিক নম্বর এখানে নিচের টেবলে দেওয়া হল:

	ক্যাটেগরি–১ মান–১	ক্যাটেগরি–২ মান–২	ক্যাটেগরি–৩ মান–২	মোট প্রশ্নের সংখ্যা	পূর্ণমান
	প্রশ্নসংখ্যা	প্রশ্নসংখ্যা	প্রশ্নসংখ্যা		
ম্যাথমেটিক্স	৫০	১৫	১০	৭৫	১০০
ফিজিক্স	৩০	৫	৫	৪০	৫০
কেমিস্ট্রি	৩০	৫	৫	৪০	৫০

২.৬ **পরীক্ষার সময় উত্তর চিহ্নিত করার পদ্ধতি:**

(ক) প্রশ্নগুলির উত্তর বিশেষভাবে নকশা করা অপটিক্যাল মেশিন–রিডেব্‌ল রেসপন্স (OMR) শিটে চিহ্নিত করতে হবে, যা কেবলমাত্র বিশেষভাবে নকশা করা মেশিনসমূহ দ্বারা অপটিক্যাল মার্ক রিকগনিশন পদ্ধতিতে মূল্যায়িত হবে। এই কারণে উত্তর চিহ্নিত করার ঠিক পদ্ধতি অনুসরণ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

	(খ) প্রতিটি প্রশ্নের চারটি করে সম্ভাব্য উত্তর দেওয়া থাকবে। পরীক্ষার্থীরা প্রশ্ন অনুযায়ী OMR শিটের **যথাযথ স্থানের বৃত্তটি নীল বা কালো বল পয়েন্ট পেন দিয়ে পুরোপুরি ভরাট করে উত্তর চিহ্নিত করবে**। (গ) চিহ্নিত করার অন্য সমস্ত পদ্ধতিগুলিতে অর্থাৎ, বৃত্ত(গুলি) অসম্পূর্ণভাবে ভরাট করা, পেনসিল দিয়ে বৃত্ত ভরাট করা, বৃত্তের মধ্যে টিক (✓) চিহ্ন দেওয়া, ডট্ (.) চিহ্ন দেওয়া, বৃত্তাকার দাগ দেওয়া, কেটে দিয়ে ফের লেখা, আঁচড় কাটা, মুছে দেওয়া, হোয়াইট ইঙ্ক ব্যবহার করা, বৃত্তের বাইরে ভরাটের অংশ চলে যাওয়া ইত্যাদির মতো ক্ষেত্রগুলিতে সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার্থীর উত্তরপত্র (OMR) ত্রুটিপূর্ণ/আংশিক/বিভ্রান্তিকরভাবে পড়া হতে পারে। **এমন ধরনের কোনও ঘটনার জন্য ওয়েস্ট বেঙ্গল জয়েন্ট এন্ট্রান্স এগজামিনেশনস বোর্ড কোনওভাবেই দায়ী থাকবে না।** (ঘ) একবার কোনও প্রশ্নের উত্তর OMR শিটে চিহ্নিত করে ফেললে তা কোনওভাবেই সংশোধন/পরিবর্তন/মুছে ফেলা যাবে না। এই কারণে পরীক্ষার্থীদের কোনও প্রশ্নের উত্তর চিহ্নিত করার সময় যথাযথ সতর্কতা অবলম্বন করার পাশাপাশি চিহ্নিত না করতে চাওয়া অংশ বা পুরো OMR শিটে কোনও অবাঞ্ছিত আঁচড় না কাটার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।
২.৭	**নম্বর বণ্টনের পদ্ধতি:–** **প্রশ্নের ধরন: নম্বর বণ্টনের পদ্ধতি:** **ক্যাটেগরি–১:** ক) **কেবলমাত্র একটি সম্ভাব্য উত্তরই ঠিক।** খ) প্রতিটি ঠিক উত্তর চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে মিলবে ১ (এক) নম্বর। গ) প্রতিটি ভুল উত্তর চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে ০.২৫ (২৫% নেগেটিভ মার্কিং) নম্বর কাটা যাবে। ঘ) একাধিক উত্তর চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে একটি উত্তর ঠিক হলেও তা ভুল উত্তরদান হিসেবে গণ্য হবে এবং এক্ষেত্রেও ০.২৫ (২৫% নেগেটিভ মার্কিং) নম্বর কাটা যাবে। ঙ) কোনও প্রশ্ন অ্যাটেম্পট না করলে কোনও নম্বর মিলবে না বা কোনও নম্বর কাটাও হবে না। **ক্যাটেগরি–২:** ক) **কেবলমাত্র একটি সম্ভাব্য উত্তরই ঠিক।** খ) প্রতিটি ঠিক উত্তর চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে মিলবে ২ (দুই) নম্বর। গ) প্রতিটি ভুল উত্তর চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে ০.৫০ (২৫% নেগেটিভ মার্কিং) নম্বর কাটা যাবে। ঘ) একাধিক উত্তর চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে একটি উত্তর ঠিক হলেও তা ভুল উত্তরদান হিসেবে গণ্য হবে এবং এক্ষেত্রেও ০.৫০ (২৫% নেগেটিভ মার্কিং) নম্বর কাটা যাবে। ঙ) কোনও প্রশ্ন অ্যাটেম্পট না করলে কোনও নম্বর মিলবে না বা কোনও নম্বর কাটাও হবে না। **ক্যাটেগরি–৩:** ক) **এক বা একাধিক উত্তর ঠিক হতে পারে।** খ) কেবলমাত্র সবক'টি ঠিক উত্তর চিহ্নিত করলেই পুরো ২ (দুই) নম্বর মিলবে। গ) একাধিক উত্তর সমবায় চিহ্নিত করার মধ্যে একটি উত্তরও ভুল হলে তা ভুল উত্তরদান হিসেবেই গণ্য হবে এবং এক্ষেত্রে একদিকে যেমন কোনও নম্বর মিলবে না, তেমনই কোনও নম্বর কাটাও হবে না।

	ঘ) অংশত ঠিক উত্তরদানের ক্ষেত্রে (একটিও ভুল থাকা চলবে না) নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে নম্বর মিলবে:– প্রাপ্তব্য নম্বর = ২ × (কতগুলো ঠিক উত্তর চিহ্নিত করা হয়েছে ÷ ওই প্রশ্নের মোট যতগুলো ঠিক উত্তর রয়েছে)। ঙ) কোনও প্রশ্ন অ্যাটেম্পট না করলে কোনও নম্বর মিলবে না বা কোনও নম্বর কাটাও হবে না।
২.৮	**মেধাতালিকা তৈরির পদ্ধতি এবং মেধাতালিকা প্রকাশ** ডব্লিউবিজেইই–২০১৯'র আগে লেখা বিষয়গুলির (পেপারসমূহ) ক্রম এবং তার পর সেগুলিতে প্রাপ্ত নম্বরের নিরিখে এই বোর্ড নিচে দেওয়া বিবরণ অনুযায়ী দুটি পৃথক মেধাতালিকা প্রকাশ করবে: **ক. জেনারেল মেরিট র‍্যাঙ্ক (জিএমআর)** (a) পেপার–১ এবং পেপার–২ মিলিয়ে মোট প্রাপ্ত নম্বরের নিরিখে এই মেধাতালিকা তৈরি করা হবে। (b) এই **জিএমআর** মেধাতালিকা সকল ইঞ্জিনিয়ারিং/ টেকনোলজি/ আর্কিটেকচার কোর্সসমূহ এবং যাদবপুর ইউনিভার্সিটির ফার্মাসি কোর্সে ভর্তির ক্ষেত্রে বিবেচিত হবে। (c) এক্ষেত্রে মেধাতালিকা তৈরি করা হবে সবগুলি বিষয়ে প্রাপ্ত মোট নম্বরের নিরিখে ক্রমহ্রাসমান ভিত্তিতে। 'টাই' হওয়ার ক্ষেত্রগুলিতে নিচের ২.৯ পরিচ্ছেদে দেওয়া 'টাই ভাঙার বিধি' প্রযোজ্য হবে। (d) সংরক্ষণের আওতাভুক্ত পরীক্ষার্থীদের জন্য আলাদা আলাদা মেধাতালিকা অর্থাৎ, তফসিলি জাতি (SC) র‍্যাঙ্ক, তফসিলি উপজাতি (ST) র‍্যাঙ্ক, OBC–A র‍্যাঙ্ক, OBC–B র‍্যাঙ্ক, PwD র‍্যাঙ্ক, TFW র‍্যাঙ্ক ইত্যাদি তৈরি করা হবে। (e) **কেবলমাত্র জিএমআর মেধাতালিকার ভিত্তিতে** (আলাদা ক্যাটেগরি র‍্যাঙ্কের ভিত্তিতে নয়) **কাউন্সেলিং/ আসন বণ্টন ও ভর্তিপ্রক্রিয়া আয়োজিত হবে।** সংশ্লিষ্ট সংরক্ষিত ক্যাটেগরি অনুযায়ী তৈরি করা মেধাতালিকায় কোনও পরীক্ষার্থীর স্থান নির্দেশ করার জন্যই ক্যাটেগরিভিত্তিক তালিকা তৈরি হবে। (f) অনলাইন আবেদনের সময় জন্ম সংক্রান্ত ক্যাটেগরি ভিত্তিক তথ্যের ওপর ভিত্তি করে ক্যাটেগরি ভিত্তিক র‍্যাঙ্ক প্রস্তুত করা হয়। যদি নথিযাচাইয়ের সময় কোনও পরীক্ষার্থীর দাবি অবৈধ হিসেবে পাওয়া যায়, সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার্থীর ক্যাটেগরি র‍্যাঙ্ক বাতিল করে তাকে তার জিএমআর অনুযায়ী অসংরক্ষিত শ্রেণিভুক্ত হিসেবে বিবেচনা করা হবে। অন্য পরীক্ষার্থীদের ক্যাটেগরি র‍্যাঙ্কে এক্ষেত্রে কোনও প্রভাব পড়বে না। **খ. ফার্মাসি মেরিট র‍্যাঙ্ক (পিএমআর)** (a) এই মেধাতালিকা কেবলমাত্র পেপার–২ অর্থাৎ, ফিজিক্স ও কেমিস্ট্রির যৌথ পেপারে পাওয়া নম্বরের নিরিখে তৈরি করা হবে। (b) **যাদবপুর ইউনিভার্সিটি বাদে বাকি প্রতিষ্ঠানগুলির ফার্মাসি কোর্সে ভর্তির ক্ষেত্রে পিএমআর বিবেচ্য হবে।** (c) এক্ষেত্রে মেধাতালিকা তৈরি করা হবে কেবলমাত্র পেপার–২–তে নম্বরের নিরিখে ক্রমহ্রাসমান ভিত্তিতে। 'টাই' হওয়ার ক্ষেত্রগুলিতে নিচের ২.৯ পরিচ্ছেদে দেওয়া 'টাই ভাঙার বিধি' প্রযোজ্য হবে। (d) **কেবলমাত্র পিএমআর মেধাতালিকার ভিত্তিতে** কাউন্সেলিং ও ভর্তিপ্রক্রিয়া আয়োজিত হবে।

	(e) সংরক্ষণের আওতাভুক্ত পরীক্ষার্থীদের জন্য আলাদা আলাদা মেধাতালিকা অর্থাৎ, তফসিলি জাতি (SC) র‍্যাঙ্ক, তফসিলি উপজাতি (ST) র‍্যাঙ্ক, OBC–A র‍্যাঙ্ক, OBC–B র‍্যাঙ্ক, PwD র‍্যাঙ্ক, TFW র‍্যাঙ্ক ইত্যাদি তৈরি করা হবে। (f) **কেবলমাত্র পিএমআর মেধাতালিকার ভিত্তিতে (আলাদা ক্যাটেগরি র‍্যাঙ্কের ভিত্তিতে নয়) কাউন্সেলিং/ আসন বণ্টন ও ভর্তিপ্রক্রিয়া আয়োজিত হবে।** সংশ্লিষ্ট সংরক্ষিত ক্যাটেগরি অনুযায়ী তৈরি করা মেধাতালিকায় কোনও পরীক্ষার্থীর স্থান নির্দেশ করার জন্যই ক্যাটেগরিভিত্তিক তালিকা তৈরি হবে। (g) অনলাইন আবেদনের সময় জন্ম সংক্রান্ত ক্যাটেগরি ভিত্তিক তথ্যের ওপর ভিত্তি করে ক্যাটেগরি ভিত্তিক র‍্যাঙ্ক প্রস্তুত করা হয়। যদি নথিযাচাইয়ের সময় কোনও পরীক্ষার্থীর দাবি অবৈধ হিসেবে পাওয়া যায়, সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার্থীর ক্যাটেগরি র‍্যাঙ্ক বাতিল করে তাকে তার পিএমআর অনুযায়ী অসংরক্ষিত শ্রেণিভুক্ত হিসেবে বিবেচনা করা হবে। অন্য পরীক্ষার্থীদের ক্যাটেগরি র‍্যাঙ্কে এক্ষেত্রে কোনও প্রভাব পড়বে না। **গ. পেপারসমূহ এবং র‍্যাঙ্ক** a. পেপার–১ এবং পেপার–২ উভয়েই দেওয়া পরীক্ষার্থীরা জিএমআর এবং পিএমআর উভয় ধরনের র‍্যাঙ্কই পাবে। এই ধরনের পরীক্ষার্থীরা সমস্ত কোর্সে ভর্তির জন্য বিবেচিত হবে। b. কেবলমাত্র পেপার–২–তে বসা পরীক্ষার্থীরা কেবলমাত্র পিএমআর র‍্যাঙ্ক পাবে। এই ধরনের পরীক্ষার্থীরা কেবলমাত্র ফার্মাসি কোর্সে (যাদবপুর ইউনিভার্সিটি বাদে) ভর্তির জন্য বিবেচিত হবে। c. কেবলমাত্র পেপার–১–এর পরীক্ষা দেওয়া পরীক্ষার্থীরা কোনও র‍্যাঙ্কই পাওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হবে না।
২.৯	**মেধাতালিকা তৈরিতে টাই ভাঙার নিয়মাবলি:**
২.৯.১	**জিএমআর তৈরির ক্ষেত্রে টাই ভাঙার বিধি** (a) ম্যাথমেটিক্স, ফিজিক্স ও কেমিস্ট্রি বিষয়গুলিতে সম্মিলিতভাবে কম নেগেটিভ মার্ক (b) ম্যাথমেটিক্স ও ফিজিক্স বিষয়ে সম্মিলিতভাবে বেশি পজিটিভ মার্ক (c) ম্যাথমেটিক্স ও কেমিস্ট্রি বিষয়ে সম্মিলিতভাবে বেশি পজিটিভ মার্ক (d) ম্যাথমেটিক্স ও ফিজিক্স বিষয়ে সম্মিলিতভাবে কম নেগেটিভ মার্ক (e) ম্যাথমেটিক্স ও কেমিস্ট্রি বিষয়ে সম্মিলিতভাবে কম নেগেটিভ মার্ক (f) ম্যাথমেটিক্স বিষয়ে কেবল ২ নম্বরবিশিষ্ট প্রশ্নগুলিতে বেশি পজিটিভ মার্ক (g) ফিজিক্স বিষয়ে কেবল ২ নম্বরবিশিষ্ট প্রশ্নগুলিতে বেশি পজিটিভ মার্ক (h) কেমিস্ট্রি বিষয়ে কেবল ২ নম্বরবিশিষ্ট প্রশ্নগুলিতে বেশি পজিটিভ মার্ক (i) ম্যাথমেটিক্স বিষয়ে কেবল ২ নম্বরবিশিষ্ট প্রশ্নগুলিতে কম নেগেটিভ মার্ক (j) ফিজিক্স বিষয়ে কেবল ২ নম্বরবিশিষ্ট প্রশ্নগুলিতে কম নেগেটিভ মার্ক
২.৯.২	**পিএমআর তৈরির ক্ষেত্রে টাই ভাঙার বিধি** (a) ফিজিক্স ও কেমিস্ট্রি বিষয়ে সম্মিলিতভাবে কম নেগেটিভ মার্ক (b) কেমিস্ট্রি বিষয়ে বেশি পজিটিভ মার্ক (c) কেমিস্ট্রি বিষয়ে কম নেগেটিভ মার্ক

	(d) কেমিস্ট্রি বিষয়ে কেবল ২ নম্বরবিশিষ্ট প্রশ্নগুলিতে বেশি পজিটিভ মার্ক (e) কেমিস্ট্রি বিষয়ে কেবল ২ নম্বরবিশিষ্ট প্রশ্নগুলিতে কম নেগেটিভ মার্ক (f) ফিজিক্স বিষয়ে কেবল ২ নম্বরবিশিষ্ট প্রশ্নগুলিতে বেশি পজিটিভ মার্ক (g) ফিজিক্স বিষয়ে কেবল ২ নম্বরবিশিষ্ট প্রশ্নগুলিতে কম নেগেটিভ মার্ক
২.৯.৩	**জিএমআর এবং পিএমআর মেধাতালিকা তৈরির ক্ষেত্রে চূড়ান্ত টাই ভাঙার বিধি** ওপরে লেখা টাই ভাঙার বিধিগুলি প্রয়োগ করার পরেও যদি কোনও ক্ষেত্রে 'টাই' থেকে যায়, তাহলে তা পরীক্ষার্থীদের জন্মতারিখের নিরিখে ভাঙা হবে এবং এক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত কমবয়সী পরীক্ষার্থীর তুলনায় অপেক্ষাকৃত বেশি বয়সী পরীক্ষার্থীকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।
২.১০	**পরীক্ষার (ডব্লিউবিজেইই–২০১৯) নিয়মাবলি:** পরীক্ষা চলায় সময় অবশ্য পালনীয় নিয়মাবলি এই তথ্যপুস্তিকার **পরিশিষ্ট–৮** অংশে দেওয়া আছে।
৩.০	**ডব্লিউবিজেইই–২০১৯–তে বসার যোগ্যতামান এবং শিক্ষাগত যোগ্যতা:**
৩.১	**ডব্লিউবিজেইই–২০১৯–তে বসার যোগ্যতামান:** **(a) নাগরিকত্ব:** পরীক্ষার্থীকে অবশ্যই ভারতের নাগরিক হতে হবে। **(b) বয়সসীমা:** (i) ৩১.১২.২০১৯ তারিখের ভিত্তিতে পরীক্ষার্থীর বয়সের নিম্নসীমা হল ১৭ (সতেরো) বছর। প্রার্থীর জন্মতারিখ ৩১.১২.২০০২ বা তার আগে হতে হবে। ডব্লিউবিজেইই–২০১৯–তে বসার জন্য বয়সের কোনও উর্ধ্বসীমা নেই। (ii) অবশ্য, ডিগ্রিস্তরীয় মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্সে ভর্তির জন্য ৩১.১২.২০১৯ তারিখের ভিত্তিতে পরীক্ষার্থীর বয়সের নিম্নসীমা হল ১৭ (সতেরো) বছর এবং ৩১.১২.২০১৯ তারিখে ভিত্তিতে বয়সের উর্ধ্বসীমা হল ২৫ (পঁচিশ) বছর।
৩.২	**ইঞ্জিনিয়ারিং/ ফার্মাসি কোর্সে ভর্তির সাধারণ শিক্ষাগত যোগ্যতামান** [সংশ্লিষ্ট ইউনিভার্সিটিগুলি থেকে প্রাপ্ত সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী। যদি কোনও ইউনিভার্সিটি/ কর্তৃপক্ষ এই নিয়মে কোনও সংশোধন করেন, তাহলে তা যথাসময়ে এই বোর্ডের তরফে জানিয়ে দেওয়া হবে]
৩.২.১	**ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্সের জন্য** (a) পরীক্ষার্থীকে অবশ্যই কোয়ালিফায়িং পরীক্ষা অর্থাৎ, '১০+২' বোর্ড পরীক্ষায় **কম্পালসরি বিষয় হিসেবে ফিজিক্স ও ম্যাথমেটিক্সের পাশাপাশি কেমিস্ট্রি/ বায়োটেকনোলজি/ বায়োলজি/ কম্পিউটার সায়েন্স/ কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশন/ টেকনিক্যাল ভোকেশনা সাবজেক্ট–এর মধ্যে যে কোনও একটি বিষয়–সহ তিনটি বিষয়ে রেগুলার ক্লাস মোডে উত্তীর্ণ হয়ে থাকতে হবে** এবং এই তিনটি বিষয়ের প্রতিটিতে আলাদাভাবে পাস মার্ক (প্রযোজ্যমতো থিয়োরি এবং প্র্যাকটিক্যালে আলাদাভাবে) পেতে হবে। (b) ওপরে লেখা কোয়ালিফায়িং পরীক্ষায় উপরিলিখিত তিনটি বিষয়ে **সম্মিলিতভাবে** কমপক্ষে ৪৫% (তফসিলি জাতি, তফসিলি উপজাতি, ওবিসি 'এ', ওবিসি 'বি', দৈহিক প্রতিবন্ধী ইত্যাদির মতো সংরক্ষিত শ্রেণিভুক্ত পরীক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে কমপক্ষে ৪০%) নম্বর পেয়ে থাকতে হবে। (c) '১০+২' বোর্ড পরীক্ষায় কমপক্ষে ৩০% নম্বর–সহ ইংরেজি বিষয়ে পাশ করে থাকতে হবে। (d) উপরিলিখিত কোয়ালিফায়িং পরীক্ষার আয়োজক সংস্থা বা বোর্ডটি অবশ্যই কেন্দ্রীয় সরকার বা সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকার দ্বারা স্বীকৃত হতে হবে।

৩.২.২	**ফার্মাসি কোর্সে ভর্তির জন্য** (a) পরীক্ষার্থীকে অবশ্যই কোয়ালিফায়িং পরীক্ষা অর্থাৎ, '১০+২' বোর্ড পরীক্ষায় **কম্পালসরি বিষয়** হিসেবে **ফিজিক্স ও কেমিস্ট্রির পাশাপাশি ম্যাথমেটিক্স/ বায়োলজি–এর মধ্যে যে কোনও একটি নিয়ে রেগুলার ক্লাস মোডে উত্তীর্ণ হয়ে থাকতে হবে** এবং এই বিষয়গুলির প্রতিটিতে আলাদাভাবে পাস মার্ক (প্রযোজ্যমতো থিয়োরি এবং প্র্যাকটিক্যালে আলাদাভাবে) পেতে হবে। (b) ওপরে লেখা কোয়ালিফায়িং পরীক্ষায় উপরিলিখিত তিনটি বিষয়ে সম্মিলিতভাবে কমপক্ষে ৪৫% (তফসিলি জাতি, তফসিলি উপজাতি, ওবিসি 'এ', ওবিসি 'বি', দৈহিক প্রতিবন্ধী ইত্যাদির মতো সংরক্ষিত শ্রেণিভুক্ত পরীক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে কমপক্ষে ৪০%) নম্বর পেয়ে থাকতে হবে। (c) '১০+২' বোর্ড পরীক্ষায় কমপক্ষে ৩০% নম্বর–সহ ইংরেজি বিষয়ে পাস করে থাকতে হবে। (d) উপরিলিখিত কোয়ালিফায়িং পরীক্ষার আয়োজক সংস্থা বা বোর্ডটি অবশ্যই কেন্দ্রীয় সরকার বা সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকার দ্বারা স্বীকৃত হতে হবে। অবশ্য, ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ওপেন স্কুলিং, রাজ্যগুলির মুক্তশিক্ষা পদ্ধতি ইত্যাদির মতো নন–ফরম্যাল ও নন–ক্লাস রুম বেসড স্কুলিং পদ্ধতিতে ১০+২ শ্রেণি উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীরা বি ফার্ম কোর্সে ভর্তির যোগ্য বলে বিবেচিত হবে না। (e) **যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্যাচেলর অফ ফার্মাসি কোর্সে ভর্তির যোগ্যতামান এখানে এর পরে '৩.৩.১.২–a' পরিচ্ছেদে দেওয়া আছে।**
৩.২.৩	**শিক্ষাগত যোগ্যতামানের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বিচার্য বিষয়** ২০১৯ সালে কোয়ালিফায়িং পরীক্ষা অর্থাৎ, **'১০+২' স্তরের বোর্ড পরীক্ষায় বসতে চলা পরীক্ষার্থীরাও ডব্লিউবিজেইই–২০১৯–তে বসতে পারবে**; তবে, এই কোয়ালিফায়িং পরীক্ষায় ওপরে লেখা নির্ধারিত ন্যূনতম নম্বর সহ উত্তীর্ণ হতে না পারলে সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার্থী আসন বণ্টনের জন্য বিবেচ্য হবে না।
৩.২.৪	**পরীক্ষার্থীদের জন্য যোগ্যতামান সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য** ওয়েস্ট বেঙ্গল জয়েন্ট এন্ট্রান্স এগজামিনেশনস বোর্ড অনলাইন আবেদনের সময় পরীক্ষার্থীর দেওয়া কোনও তথ্য বা পরীক্ষার্থীর যোগ্যতা নির্ধারক জন্মতারিখ, আবাসিকতা, উপার্জন, সংরক্ষণের শ্রেণি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ইত্যাদির শংসাপত্রের সত্যতা যাচাই করে না। কেবলমাত্র পরীক্ষার্থীর দেওয়া তথ্যের ওপর ভিত্তি করেই এই বোর্ড পরীক্ষার অ্যাডমিট কার্ড ইস্যু করে। পাশাপাশি, অনলাইন আবেদনের নির্ধারিত শেষ তারিখের পর পরীক্ষার্থীর দেওয়া কোনও তথ্য পরিবর্তন/সংশোধনের কোনও সুযোগ সাধারণত মেলে না। পরীক্ষার্থীর যাবতীয় নথি ও সেগুলির সত্যতা যাচাই কেবলমাত্র কাউন্সেলিং, সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি এবং রেজিস্ট্রেশনের সময় করা হয়। যদি পরীক্ষার পরে কোনও পর্যায়ে তথ্যযাচাইয়ে এমনটা মেলে যে, কোনও পরীক্ষার্থী অন্য কোনও কারণে অযোগ্য, তাহলে ডব্লিউবিজেইই–২০১৯–তে মেধাতালিকাভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও তার প্রার্থীপদ বাতিল বলে গণ্য হবে। সুতরাং, চূড়ান্তভাবে নির্ধারিত বিধি ও মানের নিরিখে অযোগ্য বলে বিবেচিত হলে ডব্লিউবিজেইই–২০১৯–তে র‍্যাঙ্কপ্রাপ্তি বা মেধাতালিকাভুক্তি কোনও পরীক্ষার্থীকে তার ভর্তির দাবির স্বপক্ষে অধিকার বা গ্যারান্টি দেয় না বা, দেয় বলে ধরাও যাবে না।

৩.৩	**বিশেষত নির্দিষ্ট কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়/ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিপার্টমেন্ট/ প্রতিষ্ঠানসমূহে ভর্তির বিশেষ যোগ্যতামান** বা বিশেষ কিছু কোর্সে ভর্তির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট নির্ধারক কর্তৃপক্ষের বিধি ও নিয়মাবলি এখানে নিচে দেওয়া হল। বাকি সকল প্রতিষ্ঠান ও কোর্সগুলিতে ভর্তির যোগ্যতামান আগে ৩.২ ধারায় দেওয়া হয়েছে।
৩.৩.১	**কিছু প্রতিষ্ঠানের বিশেষভাবে নির্দিষ্ট যোগ্যতামান**
৩.৩.১.১	**কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়** **(a) 'জুট অ্যান্ড ফাইবার টেকনোলজি' বাদে বাকি সমস্ত কোর্সের ক্ষেত্রে** পরীক্ষার্থীকে অবশ্যই '১০+২' বা সমতুল বোর্ড পরীক্ষায় কম্পালসরি বিষয় হিসেবে **ম্যাথমেটিক্স, ফিজিক্স ও কেমিস্ট্রি– এই তিনটি বিষয়ে সম্মিলিতভাবে কমপক্ষে ৬০%** (তফসিলি জাতি, তফসিলি উপজাতি, ওবিসি 'এ', ওবিসি 'বি', দৈহিক প্রতিবন্ধী ইত্যাদির মতো সংরক্ষিত শ্রেণিভুক্ত পরীক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে কমপক্ষে ৫৫%) নম্বর–সহ উত্তীর্ণ হয়ে থাকতে হবে এবং এই তিনটি বিষয়ের প্রতিটিতে আলাদাভাবে পাস মার্ক (প্রযোজ্যমতো থিয়োরি এবং প্র্যাকটিক্যালে আলাদাভাবে) এবং পাশ মার্ক–সহ ইংরেজি বিষয়েও কমপক্ষে ৩০% নম্বর পেতে হবে। **(b) 'জুট অ্যান্ড ফাইবার টেকনোলজি' কোর্সের ক্ষেত্রে** পরীক্ষার্থীকে অবশ্যই '১০+২' বা সমতুল বোর্ড পরীক্ষায় **ফিজিক্স ও ম্যাথমেটিক্সের সঙ্গে কেমিস্ট্রি/ বায়োটেকনোলজি/ বায়োলজির মধ্যে অন্তত একটি বিষয় কম্পালসরি বিষয় হিসেবে নিয়ে এই তিনটি বিষয়ে সম্মিলিতভাবে কমপক্ষে ৬০%** (তফসিলি জাতি, তফসিলি উপজাতি, ওবিসি 'এ', ওবিসি 'বি', দৈহিক প্রতিবন্ধী ইত্যাদির মতো সংরক্ষিত শ্রেণিভুক্ত পরীক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে কমপক্ষে ৫০%) নম্বর–সহ উত্তীর্ণ হয়ে থাকতে হবে এবং এই তিনটি বিষয়ের প্রতিটিতে আলাদাভাবে পাশ মার্ক এবং ইংরেজি বিষয়েও কমপক্ষে ৩০% নম্বর পেতে হবে।
৩.৩.১.২	**যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ফ্যাকাল্টি অফ ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজিতে ভর্তির ক্ষেত্রে** **(a) ব্যাচেলর অফ ফার্মাসি এবং পাঁচ বছর মেয়াদী আর্কিটেকচারের ডিগ্রি কোর্স–সহ সমস্ত উপলব্ধ কোর্সসমূহের ক্ষেত্রে** স্বীকৃত কোনও কাউন্সিল বা বোর্ডের '১০+২' বা সমতুল বোর্ড পরীক্ষায় পরীক্ষার্থীকে অবশ্যই রেগুলার ক্লাস মোডে কম্পালসরি বিষয় হিসেবে **ম্যাথমেটিক্স, ফিজিক্স ও কেমিস্ট্রি– এই তিনটি বিষয়ে সম্মিলিতভাবে কমপক্ষে ৬০%** (তফসিলি জাতি, তফসিলি উপজাতি, ওবিসি 'এ', ওবিসি 'বি', দৈহিক প্রতিবন্ধী ইত্যাদির মতো সংরক্ষিত শ্রেণিভুক্ত পরীক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে কমপক্ষে ৪৫%) নম্বর–সহ উত্তীর্ণ হয়ে থাকতে হবে। এই তিনটি বিষয়ের প্রতিটিতে আলাদাভাবে পাস মার্ক (প্রযোজ্যমতো থিয়োরি এবং প্র্যাকটিক্যালে আলাদাভাবে) পেতে হবে। একইসঙ্গে ম্যাথমেটিক্স বিষয়ে কমপক্ষে ৬০% (তফসিলি জাতি, তফসিলি উপজাতি, ওবিসি 'এ', ওবিসি 'বি', দৈহিক প্রতিবন্ধী ইত্যাদির মতো সংরক্ষিত শ্রেণিভুক্ত পরীক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে কমপক্ষে ৪৫%) এবং পাশ মার্ক–সহইংরেজি বিষয়ে কমপক্ষে ৩০% নম্বর থাকা আবশ্যক। **(b) আর্কিটেকচারের পাঁচ বছরের ডিগ্রি কোর্সে ভর্তির জন্য অতিরিক্ত যোগ্যতামান** ওপরে লেখা নির্ধারিত শিক্ষাগত যোগ্যতার পাশাপাশি পরীক্ষার্থীকেই অবশ্যই সিওএ (কাউন্সিল অফ আর্কিটেকচার) দ্বারা আয়োজিত NATA (ন্যাশনাল অ্যাপটিটিউড টেস্ট ইন আর্কিটেকচার) অথবা জেইই মেইন–২০১৯–এর পেপার–২–এর যে কোনও একটিতে উত্তীর্ণ হয়ে থাকতে হবে।

৩.৩.১.৩	**ওয়েস্ট বেঙ্গল ইউনিভার্সিটি অফ অ্যানিম্যাল অ্যান্ড ফিশারি সায়েন্সেস** **বি টেক (ডেয়ারি টেকনোলজি) কোর্স** (a) পরীক্ষার্থীকে অবশ্যই নির্ধারিত কোয়ালিফায়িং পরীক্ষা অর্থাৎ, '১০+২' বোর্ড পরীক্ষায় **কম্পালসরি বিষয় হিসেবে ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি ও ম্যাথমেটিক্স বিষয় নিয়ে রেগুলার ক্লাস মোডে উত্তীর্ণ** হয়ে থাকতে হবে এবং এই তিনটি বিষয়ের প্রতিটিতে আলাদাভাবে পাশ মার্ক (প্রযোজ্যমতো থিয়োরি এবং প্র্যাকটিক্যালে আলাদাভাবে) পেতে হবে। (b) ওপরে লেখা কোয়ালিফায়িং পরীক্ষায় **ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, ম্যাথমেটিক্স এবং ইংরেজি বিষয়গুলিতে সম্মিলিতভাবে কমপক্ষে ৫০%** (তফসিলি জাতি, তফসিলি উপজাতি, ওবিসি 'এ', ওবিসি 'বি', দৈহিক প্রতিবন্ধী ইত্যাদির মতো সংরক্ষিত শ্রেণিভুক্ত পরীক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে কমপক্ষে ৪০%) নম্বর পেয়ে থাকতে হবে। (c) পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত এবং অন্য বোর্ড বা কাউন্সিল থেকে (১০+২) স্তরের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীদেরও বিবেচনা করা হবে এই শর্তে যে সে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের অধিবাসী।
৩.৩.১.৪	**নেওটিয়া ইউনিভার্সিটি** **(a) কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং এবং রোবোটিক ইঞ্জিনিয়ারিং–এর বি টেক কোর্সের ক্ষেত্রে:** পরীক্ষার্থীকে অবশ্যই '১০+২' বা সমতুল বোর্ড পরীক্ষায় **কম্পালসরি বিষয় হিসেবে ম্যাথমেটিক্স, ফিজিক্স ও কেমিস্ট্রি/ কম্পিউটার সায়েন্স– এই তিনটি বিষয়ে সম্মিলিতভাবে কমপক্ষে ৬০% নম্বর–সহ উত্তীর্ণ** হয়ে থাকতে হবে। **(b) অন্য ব্রাঞ্চের বি টেক কোর্সসমূহের ক্ষেত্রে:** পরীক্ষার্থীকে অবশ্যই '১০+২' বা সমতুল বোর্ড পরীক্ষায় **কম্পালসরি বিষয় হিসেবে ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি ও ম্যাথমেটিক্স– এই তিনটি বিষয়ে সম্মিলিতভাবে কমপক্ষে ৬০% নম্বর–সহ উত্তীর্ণ** হয়ে থাকতে হবে। **(c) মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের বি টেক কোর্স:** পরীক্ষার্থীকে অবশ্যই '১০+২' বা সমতুল বোর্ড পরীক্ষায় **কম্পালসরি বিষয় হিসেবে ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি ও ম্যাথমেটিক্স– এই তিনটি বিষয়ে সম্মিলিতভাবে কমপক্ষে ৬০% নম্বর–সহ উত্তীর্ণ** হয়ে থাকতে হবে এবং ইংরেজি বিষয়েও কমপক্ষে ৫০% নম্বর পেতে হবে।
৩.৩.১.৫	**আলিয়া ইউনিভার্সিটি** (a) চূড়ান্ত বোর্ড (১০+২) পরীক্ষায় পরীক্ষার্থীকে অবশ্যই কমপক্ষে প্রতি বিষয়ে ১০০ পূর্ণমান বিশিষ্ট ম্যাথমেটিক্স, ফিজিক্স ও কেমিস্ট্রি বিষয়গুলি পড়ে থাকতে হবে। (b) পরীক্ষার্থীকে অবশ্যই রেগুলার ক্লাস মোডে দ্বাদশ শ্রেণিতে ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি ও ম্যাথমেটিক্স– এই তিনটি বিষয়ে সম্মিলিতভাবে কমপক্ষে ৬০% নম্বর–সহ উত্তীর্ণ হয়ে থাকতে হবে।
৩.৩.২	**কোর্সভিত্তিক নির্দিষ্ট যোগ্যতামান:**
৩.৩.২.১	**মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিগ্রি কোর্স:** ভারত সরকারের ডিরেক্টর জেনারেল অফ শিপিং নির্ধারিত বিধি ও মানদণ্ড মোতাবেক পরীক্ষার্থীকে অবশ্যই ওয়েস্ট বেঙ্গল কাউন্সিল অফ হায়ার সেকেন্ডারি এগজামিনেশন অথবা স্বীকৃত কোনও কাউন্সিল বা বোর্ড দ্বারা আয়োজিত এর সমতুল ১০+২ বোর্ড পরীক্ষায় রেগুলার ক্লাস মোডে উত্তীর্ণ হয়ে থাকতে

	হবে, যেখানে— (a) **কম্পালসরি বিষয় হিসেবে ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি ও ম্যাথমেটিক্স– এই তিনটি বিষয়ে সম্মিলিতভাবে কমপক্ষে ৬০% নম্বরে**র পাশাপাশি এই তিনটি বিষয়ের প্রতিটিতে আলাদাভাবে পাশ মার্ক (প্রযোজ্যমতো থিয়োরি এবং প্র্যাকটিক্যালে আলাদাভাবে) পেতে হবে। (b) দশম বা ১০+২ স্তরের বোর্ড পরীক্ষার যে কোনও একটিতে ইংরেজি বিষয়ে কমপক্ষে ৫০% নম্বর পেয়ে থাকতে হবে। (c) **এই শর্তাবলি যে কোনও অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানে মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্সের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে।**
৩.৩.২.২	**আর্কিটেকচারের পাঁচ বছরের ডিগ্রি কোর্স** **(a) কাউন্সিল অফ আর্কিটেকচার (সিওএ)–এর নির্ধারিত বিধি ও মানদণ্ড অনুযায়ী—** ১০+২ স্তর বা এর সমতুল সিনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট এগজামিনেশন স্কিমের নতুন '১০+২' স্তরের শেষ **বোর্ড পরীক্ষায় ম্যাথমেটিক্স, ফিজিক্স ও কেমিস্ট্রি— এই তিনটি বিষয় একত্রে নিয়ে এগ্রিগেটে কমপক্ষে ৫০% নম্বর–সহ উত্তীর্ণ** না হয়ে থাকলে কোনও পরীক্ষার্থীকেই আর্কিটেকচার কোর্সে ভর্তি নেওয়া যাবে না। (b) ওপরে লেখা নির্ধারিত শিক্ষাগত যোগ্যতার পাশাপাশি পরীক্ষার্থীকেই অবশ্যই নয়া দিল্লির **সিওএ (কাউন্সিল অফ আর্কিটেকচার) দ্বারা আয়োজিত NATA (ন্যাশনাল অ্যাপটিটিউড টেস্ট ইন আর্কিটেকচার) অথবা সিবিএসই বোর্ড দ্বারা আয়োজিত জেইই মেইন–২০১৮–এর পেপার–২–এর যে কোনও একটিতে উত্তীর্ণ** হয়ে থাকতে হবে। (c) এই যোগ্যতামান যে কোনও অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহে পাঁচ বছর মেয়াদি আর্কিটেকচারের ডিগ্রি কোর্সে ভর্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে **[যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় বাদে, যেখানে ভর্তির যোগ্যতামান ওপরের ৩.৩.১.২–b–তে দেওয়া হয়েছে]**।
৩.৪	**আবাসিকতার (রেসিডেনশিয়াল/ডোমিসাইল) যোগ্যতামান** (a) ডব্লিউবিজেইই–২০১৯–তে **বসার জন্য** নির্দিষ্ট কোনও আবাসিকতার (রেসিডেনশিয়াল/ ডোমিসাইল) যোগ্যতামান নেই। (b) অবশ্য, এ রাজ্যের যে কোনও সরকারি সহায়তাপ্রাপ্ত ইঞ্জিনিয়ারিং/টেকনোলজি/ফার্মাসি কলেজগুলিতে ভর্তির ক্ষেত্রে এ রাজ্যের (পশ্চিমবঙ্গ) আবাসিক/ ডোমিসাইল সংক্রান্ত যোগ্যতামান পূরণ করতে হবে। (c) যে কোনও প্রতিষ্ঠানে যে কোনও কোর্সে সংরক্ষিত (তফসিলি জাতি, তফসিলি উপজাতি, ওবিসি–এ, এবিসি–বি, দৈহিক প্রতিবন্ধী, টিএফডব্লিউ) শ্রেণিভুক্তদের জন্য বরাদ্দ আসনগুলিতে ভর্তির ক্ষেত্রে এ রাজ্যের আবাসিক/ ডোমিসাইল হওয়ার শর্ত প্রযোজ্য হবে। (d) এই তথ্যপুস্তিকার ৩.৪.১ ধারায় দেওয়া নির্ধারিত বয়ান ডাউনলোড করে তাতে দেওয়া বিবরণ অনুযায়ী একজন পরীক্ষার্থীকে সমস্ত নথি দাখিল করে দরকারি শংসাপত্র তৈরি করে রাখতে হবে যাতে তা কাউন্সেলিং, ভর্তিপ্রক্রিয়া ইত্যাদির সময় দেখানো যায়।

	(e) যদি কোনওভাবে এমনটা পাওয়া যায় যে, দাখিল করা শংসাপত্রটি অবৈধ, সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট প্রার্থী ওপরের পরিচ্ছেদ (a) ও (b)–তে দেওয়া প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং কোর্সসমূহে ভর্তির সুযোগ হারাবে।
৩.৪.১	**পশ্চিমবঙ্গের আবাসিক হিসেবে গণ্য হওয়ার যোগ্যতামান এবং প্রযোজ্য শংসাপত্রের বয়ান** সেই সমস্ত পরীক্ষার্থীকে পশ্চিমবঙ্গের আবাসিক বলে গণ্য করা হবে, যারা হয়, (a) ৩১.১২.২০১৮ তারিখের ভিত্তিতে নিরবচ্ছিন্নভাবে কমপক্ষে বিগত ১০ (দশ) বছর ধরে পশ্চিমবঙ্গে বসবাস করে আসছে। অথবা, (b) ওই পরীক্ষার্থীর পিতা–মাতা অবশ্যই পশ্চিমবঙ্গের স্থায়ী অধিবাসী এবং পশ্চিমবঙ্গে তাঁদের স্থায়ী ঠিকানা রয়েছে। ওপরের (a) ধারা অনুযায়ী, এই তথ্যপুস্তিকায় দেওয়া 'a1' বা 'a2' বয়ান অনুযায়ী শংসাপত্র সংগ্রহ ও পূরণ করতে হবে। ওপরের (b) ধারা অনুযায়ী, 'b' শংসাপত্র সংগ্রহ ও পূরণ করতে হবে অথবা পরীক্ষার্থীকে তার পিতা–মাতার ভোটার পরিচয়পত্র/ আধার কার্ড/ পাসপোর্ট/ রেশন কার্ড–এর মধ্যে যে কোনও দুটির আসল কপি দেখাতে হবে। **উক্ত নথিগুলি অবশ্যই সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার্থীর পিতা–মাতার পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসী হওয়ার উপযুক্ততা নির্দেশক হতে হবে।** **'a1' এবং 'b' বয়ান শংসিত করার উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ হলেন সরকারি আধিকারিকেরা যাঁদের তালিকা এখানে নিচে দেওয়া হয়েছে এবং 'a2' বয়ান শংসিত করবেন পরীক্ষার্থী যে প্রতিষ্ঠান থেকে ১০+২ স্তরের বোর্ড পরীক্ষা দিয়েছে বা দিতে চলেছে, সেখানকার প্রধান শিক্ষক/শিক্ষিকা/প্রিন্সিপাল।** **এই ডোমিসাইল সার্টিফিকেট অবশ্যই ৩১.১২.২০১৮ বা তার পরবর্তী কোনও তারিখে ইস্যু করা হতে হবে।** **পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কোনও যোগ্য আধিকারিক দ্বারা শংসিত সংরক্ষিত শ্রেণিভুক্তির (যেমন– তফসিলি জাতি, তফসিলি উপজাতি, ওবিসি 'এ', ওবিসি 'বি', দৈহিক প্রতিবন্ধী) বৈধ শংসাপত্র থাকলে আলাদা করে ডোমিসাইল সার্টিফিকেট সংগ্রহ করার দরকার হবে না।**
৩.৪.২	**আবাসিকত্বের শংসাপত্র ইস্যু করার উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ** **(ক) বয়ান 'a1' বা 'b'** স্বাক্ষরিত ও শংসিত করবেন সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার্থীর স্থায়ী ঠিকানা বা পরীক্ষার্থীর পিতা–মাতার স্থায়ী বাসস্থান প্রযোজ্যমতো যাঁর অধিক্ষেত্রাধীনে পড়ছে এমন কেন্দ্রীয় সরকার বা রাজ্য সরকারের উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ, যাঁদের তালিকা এখানে দেওয়া হল:– (a) জেলাশাসক বা ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট; অতিরিক্ত জেলাশাসক বা অ্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট; সহকারী জেলাশাসক বা ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট; ডেপুটি কালেক্টর; মহকুমাশাসক বা সাব–ডিভিশনাল অফিসার; ব্লক ডেভেলপমেন্ট অফিসার। (b) সুপারিন্টেন্ডেন্ট অফ পুলিস; অ্যাডিশনাল সুপারিন্টেন্ডেন্ট অফ পুলিস; সাব–ডিভিশনাল পুলিস অফিসার, ডেপুটি সুপারিন্টেন্ডেন্ট অফ পুলিস। (c) পুলিস কমিশনারেটের কমিশনার, অ্যাডিশনাল কমিশনার, জয়েন্ট কমিশনার, ডেপুটি কমিশনার, অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার। (d) সংশ্লিষ্ট জেলা বা মেট্রোপলিটান এলাকার যে কোনও র‍্যাঙ্ক বা পদে থাকা বা মহামান্য কলকাতা হাইকোর্ট বা মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট। (e) কর্পোরেশন এরিয়ার কমিশনার; অ্যাডিশনাল কমিশনার, জয়েন্ট কমিশনার, অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার।

	(f) পশ্চিমবঙ্গ সরকার (জিটিএ–সহ) বা ভারত সরকারের মহাকরণে অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি বা সমতুল বা তার ওপরের পদে থাকা আধিকারিক। (g) পশ্চিমবঙ্গ সরকার বা ভারত সরকারের মহাকরণে ডেপুটি ডিরেক্টর বা তার ওপরের পদে থাকা আধিকারিক। **(খ) কোনও পরীক্ষার্থী বা তার পিতা–মাতার ডোমিসাইল স্ট্যাটাসের পক্ষে শংসাপত্র ইস্যুকারী প্রতি আধিকারিক অবশ্যই ফর্মের নির্দিষ্ট স্থানে নিজের পুরো নাম, পদের নাম, চাকরির স্থানের নাম ও ঠিকানা, ল্যান্ডলাইন/ মোবাইল নম্বরের পাশাপাশি উপলব্ধ হলে নিজের আইডেন্টিটি কার্ড নম্বর উল্লেখ করবেন।** **(গ)** <u>ওপরে উল্লিখিত নন, এমন কোনও আধিকারিকের কাছ থেকে আনা শংসাপত্র গ্রহণ করা হবে না</u>। **(ঘ) দ্রষ্টব্য: মিউনিসিপ্যাল কমিশনার, মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন/পুরসভার কাউন্সিলর, ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত ব্যবস্থা বা জিটিএ–র কোনও নির্বাচিত প্রতিনিধি, বিধায়ক (এমএলএ) বা সাংসদের (এমপি) মতো কোনও নির্বাচনে জেতা জনপ্রতিনিধির তরফে ইস্যু করা ডোমিসাইল সার্টিফিকেট ডব্লিউবিজেইই–২০১৯–এর জন্য গ্রহণযোগ্য হবে না।** **(ঙ) বয়ান 'a2'** অবশ্যই পরীক্ষার্থী যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে '১০+২' বোর্ড পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে কিংবা বসতে চলেছে, সেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানের কাছ থেকে স্বাক্ষরিত ও শংসিত করাতে হবে। এই শংসাপত্র সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার্থীর স্কুলশিক্ষার নথি যাচাইয়ের ভিত্তিতে ইস্যু করা যাবে।
৪.০	**অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের শ্রেণিবিভাগ এবং ভর্তির পরিসর**
৪.১	ডব্লিউবিজেইই–২০১৯–এর মাধ্যমে অংশগ্রহণকারী **চার (৪) ধরনের প্রতিষ্ঠানে (PI)** ভর্তির সুযোগ মিলবে। ২০১৮ সাল অনুযায়ী এগুলির তালিকা এবং উপলব্ধ কোর্সমূহের তালিকা (শাখাসমূহ) এই তথ্যপুস্তিকার **পরিশিষ্ট–৫**–তে দেওয়া আছে। **কাউন্সেলিংয়ের আগেই ২০১৯ সালের জন্য প্রযোজ্য পরিবর্তিত তালিকা প্রকাশ করা হবে।** ডব্লিউবিজেইই–২০১৯–এর মাধ্যমে ভর্তির জন্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠাসমূহে উপলব্ধ আসন সংখ্যা এবং সংশ্লিষ্ট ফি–কাঠামো এখানে নিচে দেওয়া হল:
৪.২	**রাজ্য সরকার পোষিত/ রাজ্যের আর্থিক সহায়তাপ্রাপ্ত বিশ্ববিদ্যালয়/বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিপার্টমেন্টসমূহ (U):** (a) ডব্লিউবিজেইই–২০১৯–এর মাধ্যমে উপলব্ধ সমস্ত কোর্সের ১০০% আসনে ভর্তির সুযোগ মিলবে। (b) এই ধরনের প্রতিষ্ঠানগুলির পড়াশোনার ফি সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদ্যমান ফি–কাঠামো অনুযায়ী নির্ধারিত হবে।
৪.৩	**সরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং এবং টেকনোলজি কলেজসমূহ (G)** (a) ডব্লিউবিজেইই–২০১৯–এর মাধ্যমে উপলব্ধ সমস্ত কোর্সের ১০০% আসনে ভর্তির সুযোগ মিলবে। (b) এই ধরনের প্রতিষ্ঠানগুলির পড়াশোনার ফি পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের উচ্চশিক্ষা দপ্তর দ্বারা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে বিদ্যমান ফি–কাঠামো অনুযায়ী নির্ধারিত হবে।

৪.৪	**বেসরকারি এবং সেল্‌ফ–ফাইনান্সিং ইউনিভার্সিটিসমূহ (PU)** • ইঞ্জিনিয়ারিং/টেকনোলজি/ফার্মাসি/আর্কিটেকচারের ডিগ্রিস্তরীয় কোর্স করিয়ে থাকে এমন ধরনের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলির তালিকা এবং এগুলিতে ভর্তির জন্য উপলব্ধ সম্ভাব্য কোর্সগুলির তালিকা এই তথ্যপুস্তিকার **পরিশিষ্ট–৫**–তে দেওয়া হয়েছে। • ডব্লিউবিজেইই–২০১৯–এর মাধ্যমে এই ধরনের প্রতিষ্ঠানসমূহে কোন কোর্সে কতগুলি আসনে ভর্তি হওয়া যাবে, তার বিশদ তালিকা কাউন্সেলিং এবং ভর্তিপ্রক্রিয়ার আগে ডব্লিউবিজেইই–২০১৯–এর মাধ্যমে ভর্তির জন্য উপলব্ধ আসনের তালিকা অংশে দেওয়া হবে। এই ধরনের বেসরকারি এবং সেল্‌ফ–ফাইনান্সিং বিশ্ববিদ্যালয়গুলির ফি–কাঠামো সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয় অথবা রাজ্য সরকারের উচ্চশিক্ষা দপ্তরের উপযুক্ত সরকারি আদেশনামা মোতাবেক নির্ধারিত হয় এবং এগুলির আলাদা ফি–কাঠামো রয়েছে।
৪.৫	**বেসরকারি ও সেল্‌ফ–ফাইনান্সিং ইঞ্জিনিয়ারিং ও টেকনোলজি কলেজসমূহ (P)** ডব্লিউবিজেইই–২০১৯–এর মাধ্যমে এই ধরনের প্রতিষ্ঠানগুলির ৯০% আসনে ভর্তির সুযোগ মিলবে এবং বাকি ১০% আসনে ভর্তি হওয়া যাবে সর্বভারতীয় ইঞ্জিনিয়ারিং প্রবেশিকা পরীক্ষা অর্থাৎ, জেইই–মেইন–২০১৯–এর মাধ্যমে। অবশ্য, কিছু প্রতিষ্ঠানকে ম্যানেজমেন্ট কোটার অধীনে নির্ধারিত কয়েকটি আসনে পড়ুয়া ভর্তি নেওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়। ডব্লিউবিজেইই–২০১৯–এর মাধ্যমে এই ধরনের আসনগুলিতে ভর্তি করানো হয় না। এই ধরনের বেসরকারি এবং সেল্‌ফ–ফাইনান্সিং প্রতিষ্ঠানগুলির ফি–কাঠামো সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান অথবা পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের উচ্চশিক্ষা দপ্তর উপযুক্ত সরকারি আদেশনামা মোতাবেক নির্ধারিত হয় এবং এগুলির আলাদা ফি–কাঠামো রয়েছে।
৪.৬	**বেসরকারি এবং সেল্‌ফ ফাইনান্সিং ইঞ্জিনিয়ারিং ও টেকনোলজি কলেজসমূহ— সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠানসমূহ** এই ধরনের প্রতিষ্ঠানগুলির অনুমোদিত আসনের ৫০% সকল ক্যাটেগরির পড়ুয়ার ভর্তির জন্য উন্মুক্ত এবং এগুলিতে ডব্লিউবিজেইই–২০১৯–এর মাধ্যমে ভর্তি হওয়া যাবে।
৫.০	**সংরক্ষিত শ্রেণির অধীনে আসন সংরক্ষণ**
৫.১	**তফসিলি জাতি/ তফসিলি উপজাতি/ ওবিসি 'এ'/ ওবিসি 'বি'/ পিডব্লিউডি (দৈহিক প্রতিবন্ধী) শ্রেণিভুক্ত পড়ুয়াদের আসন সংরক্ষণ** অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানগুলির ক্যাটেগরি অনুযায়ী উপরিলিখিত শ্রেণিভুক্ত পড়ুয়াদের ভর্তির জন্য নিচে দেওয়া নির্দেশিকা অনুযায়ী আসন সংরক্ষিত থাকবে:

	প্রতিষ্ঠানের প্রকৃতি	সংরক্ষণের প্রযোজ্য বিধি
১.	স্টেট ইউনিভার্সিটি/ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিপার্টমেন্টসমূহ	সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের সংরক্ষণ বিধি অনুসরণ করা হবে।
২.	সরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং/ টেকনোলজি/ ফার্মাসি কলেজগুলি	রাজ্য সরকারের সংরক্ষণ বিধি অনুসৃত হবে।
৩.	বেসরকারি এবং সেল্‌ফ–ফাইনান্সিং ইঞ্জিনিয়ারিং/ টেকনোলজি/ ফার্মাসি কলেজগুলি	সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের তরফে গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুসৃত হবে।
৪.	বেসরকারি এবং সেল্‌ফ–ফাইনান্সিং বিশ্ববিদ্যালয়গুলি	সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নির্ধারিত হবে।

	(a) অবশ্য, এই ধরনের সংরক্ষিত আসনগুলি কেবলমাত্র পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসী পড়ুয়াদের জন্যই বরাদ্দ থাকবে। (b) এই ধরনের আসনে ভর্তির দাবি জানানো পড়ুয়াদের অবশ্যই নিচের তালিকাভুক্ত উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ দ্বারা শংসিত ও ইস্যুকৃত প্রযোজ্যমতো শংসাপত্র দাখিল করতে হবে। (c) কাউন্সেলিং, ভর্তিপ্রক্রিয়া ইত্যাদির সময় উপরিলিখিত শংসাপত্র(গুলি) দাখিল করতেই হবে। যদি সেই সময় এই শংসাপত্র(গুলি)–এর কোনওটি অবৈধ বলে গণ্য হয়, সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট পড়ুয়া ওই সংরক্ষিত শ্রেণির অধীনে ভর্তির সুযোগ হারাবে। এক্ষেত্রে এই সিস্টেম নিজে থেকেই সেই পড়ুয়াকে সাধারণ শ্রেণিভুক্ত বলে গণ্য করবে এবং কাউন্সেলিংয়ের দ্বিতীয় দফা থেকে সে ভর্তির সুযোগ পাবে।
৫.১.১	**তফসিলি জাতি/ তফসিলি উপজাতি শ্রেণির অধীনে ভর্তির দাবি জানানো পড়ুয়াদের এসসি/এসটি শংসাপত্র ইস্যু করার উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ** নিম্নলিখিত যে কোনও কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে এসসি/এসটি শংসাপত্র ইস্যু করাতে হবে: (১) কলকাতা বাদে অন্য সকল জেলাগুলির ক্ষেত্রে সাব–ডিভিশনাল অফিসারগণ। (২) কলকাতা পুরনিগম এলাকাভুক্তদের ক্ষেত্রে [কেএমসি অ্যাক্ট, ১৯৮০–এর ২ নং ধারার (৯) নং উপধারায় যেরূপে সংজ্ঞায়িত]— ডিস্ট্রিক্ট ওয়েলফেয়ার অফিসার, কলকাতা এবং এক্স–অফিসিও জয়েন্ট ডিরেক্টর, ব্যাকওয়ার্ড ক্লাসেস ওয়েলফেয়ার।
৫.১.২	**ওবিসি 'এ'/ ওবিসি 'বি' শ্রেণির অধীনে ভর্তির দাবি জানানো পড়ুয়াদের প্রযোজ্যমতো সংশ্লিষ্ট শংসাপত্র ইস্যু করার উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ** পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ব্যাকওয়ার্ড ক্লাসেস ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্টের তরফে জারি করা ২৭.০৭.২০১৫ তারিখ সংবলিত মেমোরান্ডাম নং: ১২০৪–এসবিসিডব্লিউ/এমআর–৬৭/১০–সহ পঠনীয় ২৭.০৭.১৯৯৪ তারিখ সংবলিত বিজ্ঞপ্তি নং: ৩৭৪(৭১)–টিডব্লিউ/ইসি/এমআর–১০৩/৯৪ মোতাবেক পশ্চিমবঙ্গের কোনও জেলার যে কোনও মহকুমার মহকুমাশাসক হলেন এই ধরনের শংসাপত্র ইস্যু করার উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ। কলকাতায় এমন ধরনের শংসাপত্র রাজ্য সরকারের সমতুল পদমর্যাদার (কর্তৃপক্ষ সংশোধন) কোনও আধিকারিক। সেইমতো, ডিস্ট্রিক্ট ওয়েলফেয়ার অফিসার, কলকাতা এবং এক্স–অফিসিও জয়েন্ট ডিরেক্টর, বিসিডব্লিউ–কে কলকাতা পুরনিগমের অধিক্ষেত্রাধীনে কলকাতা জুড়ে এই ধরনের শংসাপত্র ইস্যু করার উপযুক্ত আধিকারিক হিসেবে কাজ করার অধিকার দেওয়া হয়েছে।
৫.১.৩	**পিডব্লিউডি শ্রেণিভুক্ত পড়ুয়াদের জন্য আসন সংরক্ষণ** বি ই/বি টেক/বি আর্ক/বি ফার্ম কোর্সগুলিতে বিশেষ কোনও ছাড় বা অব্যাহতি বাদে এই সমস্ত কোর্সের থিয়োরি ও প্র্যাকটিক্যাল সম্পর্কিত সমস্ত কাজ করতে সমর্থ এই শর্তে নিম্নলিখিত ক্ষেত্রগুলিতে কমপক্ষে **৪০% থেকে ৭০% পর্যন্ত প্রতিবন্ধকতাসম্পন্ন প্রার্থীরা** এই ক্ষেত্রে সংরক্ষণের জন্য যোগ্য বলে বিবেচিত হবে।

	ক. লোকোমোটর ডিজএবিলিটি খ. ভিস্যুয়াল ইমপেয়ারমেন্ট গ. হিয়ারিং ইমপেয়ারমেন্টে ঘ. স্পিচ অ্যান্ড ল্যাঙ্গোয়েজ ডিজএবিলিটি **পিডব্লিউডি শংসাপত্র ইস্যু করতে পারবেন নিম্নলিখিত যে কোনও কর্তৃপক্ষ:** পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার দ্বারা পরিচালিত সাব–ডিভিশনাল হাসপাতাল, ডিস্ট্রিক্ট হাসপাতাল, সরকারি মেডিক্যাল কলেজের অফিসার–ইন–চার্জ/ হেড অফ ডিপার্টমেন্ট/ হেড অফ দ্য ইনস্টিটিউট।
৫.১.৩.১	**পিডব্লিউডি পরীক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ ছাড়** (a) এই পরীক্ষার আবেদনের ফি–তে পিডব্লিউডি পরীক্ষার্থীরা ৪০% ছাড় পাবে। এই ছাড় পেতে গেলে, সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার্থীকে নিজের কনফার্মেশন পেজ এবং পিডব্লিউডি শংসাপত্রের একটি করে কপি সংলগ্ন করে অবশ্যই লিখিতভাবে চেয়ারম্যান, ডব্লিউবিজেইইবি–এর কাছে দরখাস্ত করতে হবে এবং এটি বোর্ডের অফিসে সর্বশেষ ৩১.০১.২০১৯ তারিখের মধ্যে জমা দিতে/ দাখিল করতে হবে। (b) পিডব্লিউডি পরীক্ষার্থীরা এই পরীক্ষার প্রতি পেপারে নির্ধারিত সময়ের পরেও অতিরিক্ত ২০ মিনিট সময় পাবে, যা পেতে গেলে সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার্থীকে এই পরীক্ষা কলকাতায় এই বোর্ডের অফিসে বসে দিতে হবে। এই ছাড়ের সুবিধা পেতে গেলে, সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার্থীকে নিজের কনফার্মেশন পেজ এবং পিডব্লিউডি শংসাপত্রের একটি করে কপি সংলগ্ন করে অবশ্যই লিখিতভাবে চেয়ারম্যান, ডব্লিউবিজেইইবি–এর কাছে দরখাস্ত করতে হবে এবং এটি বোর্ডের অফিসে সর্বশেষ ৩১.০১.২০১৯ তারিখের মধ্যে জমা দিতে/ দাখিল করতে হবে। (c) দর্শনগত প্রতিবন্ধী (ভিস্যুয়ালি ইমপেয়ার্ড) পরীক্ষার্থীরা নিজের থেকে অপেক্ষাকৃত কম/ নিম্নতর শিক্ষাগত যোগ্যতার স্ক্রাইব/ লেখক ব্যবহারের সুবিধা পাবেন। এই ধরনের স্ক্রাইব/ লেখকের সর্বাধিক শিক্ষাগত যোগ্যতা হল সর্বশেষ ২০১৯ সালে দশম মান উত্তীর্ণ/ বসতে চলা প্রার্থী। এই সুবিধে পেতে গেলে সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার্থীকে লিখিতভাবে (নিজের কনফার্মেশন পেজ এবং পিডব্লিউডি শংসাপত্রের একটি কপি সংলগ্ন করে) চেয়ারম্যান, ডব্লিউবিজেইইবি–এর কাছে আবেদন জানাতে হবে এবং এই দরখাস্তটি বোর্ডের অফিসে সর্বশেষ ৩১.০১.২০১৯ তারিখের মধ্যে জমা পড়তে হবে। (d) এমন পরিস্থিতিতে এই বোর্ডের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে এবং সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার্থীকে তা মেনে চলতে হবে।
৫.২	**প্রতিরক্ষাকর্মীদের সন্তানদের ভর্তির জন্য আসন সংরক্ষণ (ডিফেন্স কোটা আসন)** পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উচ্চশিক্ষা দপ্তরের তরফে প্রকাশিত ০৯.০৬.২০১৬ তারিখ সংবলিত সরকারি আদেশনামা নং: ৪০৬(টি) মোতাবেক ডব্লিউবিজেইই–২০১৯–এর মাধ্যমে প্রতিরক্ষাকর্মীদের সন্তানদের ভর্তির জন্য ১৩টি (তেরো) আসন সংরক্ষিত থাকছে। এই ধরনের আসনগুলি ‘সুপারনিউমেরারি’ প্রকৃতির (অর্থাৎ, হিসাবের অতিরিক্ত) এবং এগুলিতে ভর্তি বা আসন বণ্টনের ক্ষেত্রে ওয়েস্ট বেঙ্গল জয়েন্ট এন্ট্রান্স এগজামিনেশনস বোর্ড নিম্নলিখিত নির্দেশাবলি অনুসরণ করে:

ক. ডিফেন্স কোটার অধীনে বিবেচিত হওয়ার জন্য ডব্লিউবিজেইই–২০১৯–এর নিবন্ধীকৃত পরীক্ষার্থীদের সংশ্লিষ্ট জেলা সৈনিক বোর্ড, পশ্চিমবঙ্গ (প্রাক্তন সমরকর্মীদের ক্ষেত্রে) এবং ইউনিটগুলির (কর্মরত সমরকর্মীদের ক্ষেত্রে) মাধ্যমে **নির্ধারিত বয়ানে আবেদন করতে হবে** রাজ্য সৈনিক বোর্ড, হোম ডিপার্টমেন্ট, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, রাইটার্স বিল্ডিংস, কলকাতা–৭০০ ০০১–এর কাছে এবং সঙ্গে দিতে হবে ডব্লিউবিজেইই–২০১৯–এর অ্যাডমিট কার্ডের প্রত্যয়িত নকল (অ্যাটেস্টেড কপি)।

খ. উক্ত রাজ্য সৈনিক বোর্ডের সুপারিশের ভিত্তিতে অফলাইন কাউন্সেলিং এবং আসন বণ্টনের জন্য ওয়েস্ট বেঙ্গল জয়েন্ট এন্ট্রান্স এগজামিনেশনস বোর্ড ওই শ্রেণিভুক্ত পরীক্ষার্থীদের একটি পৃথক মেধাতালিকা প্রকাশ করবে। এই ধরনের আসনে ভর্তির ক্ষেত্রে ডব্লিউবিজেইই–২০১৯–তে জেনারেল মেরিট র‍্যাঙ্ক (জিএমআর) থাকা বাধ্যতামূলক।

গ. **ডিফেন্স কোটার অধীনে আসন বণ্টন ই–কাউন্সেলিংয়ে মাধ্যমে করানো হয় না।**

ঘ. ২০১৮–য় ডিফেন্স কোটার অধীনে প্রতিষ্ঠান ও কোর্সভিত্তিক উপলব্ধ আসনের খতিয়ান নিচের টেবলে দেখানো হয়েছে। ২০১৯–এর জন্য প্রযোজ্য তালিকা কাউন্সেলিংয়ের আগে প্রকাশ করা হবে।

ক্রম নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	উপলব্ধ কোর্স(সমূহ)	আসন সংখ্যা
১.	যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়	বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ দ্বারা নির্ধারিত	২
২.	জলপাইগুড়ি গভর্নমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ	১. মেকানিক্যাল ইঞ্জিঃ ২. ইনফরমেশন টেকনোলজি	১ ১
৩.	কল্যাণী গভর্নমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ	ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং	১
৪.	পুরুলিয়া গভর্নমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ	১. কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিঃ ২. ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড কমিউনিকেশন ইঞ্জিঃ	১ ১
৫.	কোচবিহার গভর্নমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ	১. কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিঃ ২. ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড কমিউনিকেশন ইঞ্জিঃ	১ ১
৬.	গভর্নমেন্ট কলেজ অফ ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড লেদার টেকনোলজি, কলকাতা	লেদার টেকনোলজি	১
৭.	গভর্নমেন্ট কলেজ অফ ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড সেরামিক টেকনোলজি, কলকাতা	ইনফরমেশন টেকনোলজি	১
৮.	গভর্নমেন্ট কলেজ অফ ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেক্সটাইল টেকনোলজি, শ্রীরামপুর	ইনফরমেশন টেকনোলজি	১
৯.	গভর্নমেন্ট কলেজ অফ ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেক্সটাইল টেকনোলজি, বহরমপুর	কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিঃ	১

৫.৩	**জেইই (মেইন) ২০১৯ মেধাতালিকাভুক্ত পড়ুয়াদের জন্য আসন সংরক্ষণ** পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত সেল্‌ফ–ফাইনান্সড ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি কলেজগুলির অনুমোদিত আসন সংখ্যার সর্বাধিক ১০% আসন জেইই (মেইন) ২০১৯–এর মেধাতালিকাভুক্ত পরীক্ষার্থীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। এই আসনগুলি কঠোরভাবে কেবলমাত্র মেধার ভিত্তিতে বণ্টন করা হবে এবং এই ক্যাটেগরির অধীনে ভর্তি হতে ইচ্ছুক পরীক্ষার্থীরা ওয়েস্ট বেঙ্গল জয়েন্ট এন্ট্রান্স এগজামিনেশনস বোর্ড দ্বারা আয়োজিত ই–কাউন্সেলিং প্রসেসের মাধ্যমে ভর্তি হতে পারবে। এই তথ্যপুস্তিকার ৩ নং পরিচ্ছেদে বর্ণিত ডব্লিউবিজেইই–২০১৯–এর নির্ধারিত যোগ্যতামান সংক্রান্ত শর্তগুলি রাজ্যের ডিগ্রিস্তরীয় ইঞ্জিনিয়ারিং/টেকনোলজি/ফার্মাসি/আর্কিটেকচার কোর্সে ভর্তি হতে আগ্রহী জেইই (মেইন) ২০১৯–এর মেধাতালিকাভুক্ত পড়ুয়াদের ক্ষেত্রেও অনুরূপভাবে প্রযোজ্য হবে।
৬.০	**টিউশন ফি ওয়েভার (টিএফডব্লিউ) স্কিম**
৬.১	**টিউশন ফি ওয়েভার (টিএফডব্লিউ) স্কিমের অধীনে উপলব্ধ আসন** (a) **পশ্চিমবঙ্গের আবাসিক এবং আর্থিকভাবে অনগ্রসর কিন্তু মেধাবী পড়ুয়াদের জন্য** পশ্চিমবঙ্গ সরকার ইঞ্জিনিয়ারিং/টেকনোলজি/ফার্মাসি/আর্কিটেকচারের ডিগ্রি কোর্স করিয়ে থাকে এমন এ রাজ্যের সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়/বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিপার্টমেন্টসমূহ/ সরকারি কলেজগুলির পাশাপাশি বেসরকারি ও সেল্‌ফ–ফাইনান্সিং কলেজগুলিতে টিউশন ফি ওয়েভার (টিএফডব্লিউ) স্কিম চালু করেছে। অবশ্য, বিশ্ববিদ্যালয়/বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিপার্টমেন্টসমূহে এই ধরনের স্কিমের অধীনে উপলব্ধ আসন সংখ্যা সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ নির্ধারণ করেন। (b) টিএফডব্লিউ স্কিমের অধীনে সমস্ত সরকারি এবং বেসরকারি ও সেল্‌ফ-ফাইনান্সিং ইঞ্জিনিয়ারিং/ টেকনোলজি/ ফার্মাসি কলেজগুলির কোর্সপিছু অনুমোদিত আসনসংখ্যার **হিসাবের অতিরিক্ত (সুপারনিউমেরারি) সর্বাধিক ৫% পর্যন্ত আসন** এই ধরনের পড়ুয়াদের ভর্তির জন্য উপলব্ধ থাকবে। (c) **টিএফডব্লিউ** স্কিমের অধীনে উপলব্ধ আসনগুলিতে ডব্লিউবিজেইই–২০১৯–তে পড়ুয়াদের মেধাতালিকায় স্থান ও পছন্দ অনুযায়ী বাছাই করা হবে। (d) এই ধরনের আসনে ভর্তি হতে আগ্রহী **পড়ুয়াকে অবশ্যই পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসী হতে হবে** এবং কাউন্সেলিং বা ভর্তিপ্রক্রিয়ার সময় তাকে অবশ্যই বৈধ ডোমিসাইল শংসাপত্র দাখিল করতে হবে। (e) সংশ্লিষ্ট পড়ুয়ার **মোট বার্ষিক পারিবারিক উপার্জন (সমস্ত সূত্র থেকে) ₹২.৫০ লাখ (দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা মাত্র)–এর কম** হতে হবে। (f) এই **ছাড়** কেবলমাত্র সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের টিউশন ফি–এর ওপরেই মিলবে। টিউশন ফি বাদে অন্যান্য সমস্ত ফি সুবিধাপ্রাপককেই প্রদান করতে হবে।

৬.২	**টিএফডব্লিউ স্কিমের অধীনে আসনপ্রাপ্তির জন্য ইনকাম সার্টিফিকেট দাখিল** (a) এই স্কিমের অধীনে বিবেচিত হতে গেলে এই তথ্যপুস্তিকার **পরিশিষ্ট–৪**–তে উল্লেখমতো বয়ানে **'ইনকাম সার্টিফিকেট'** দাখিল করতেই হবে। (b) কাউন্সেলিং, ভর্তিপ্রক্রিয়া ইত্যাদির সময় উপরিলিখিত শংসাপত্র দাখিল করতেই হবে। যদি সেই সময় এই শংসাপত্র অবৈধ বলে গণ্য হয়, সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট পড়ুয়া টিএফডব্লিউ–এর অধীনে সংরক্ষিত আসনে ভর্তির সুযোগ হারাবে। এক্ষেত্রে এই সিস্টেম নিজে থেকেই সেই পড়ুয়াকে সাধারণ শ্রেণিভুক্ত বলে গণ্য করবে এবং কাউন্সেলিংয়ের দ্বিতীয় দফা থেকে সে ভর্তির সুযোগ পাবে। (c) এই ধরনের আসনে ভর্তির দাবি জানানো পড়ুয়াদের অবশ্যই নিচের তালিকাভুক্ত উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ দ্বারা শংসিত ও ইস্যুকৃত প্রযোজ্যমতো শংসাপত্র দাখিল করতে হবে। ১. রাজ্য বা কেন্দ্রীয় সরকারের অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি বা ঊর্ধ্বতন পদমর্যাদার কোনও আধিকারিক। ২. ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট। ৩. অ্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট। ৪. সাব–ডিভিশনাল অফিসার। ৫. ব্লক ডেভেলপমেন্ট অফিসার। **দ্রষ্টব্য: মিউনিসিপ্যাল কমিশনার, মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের/পুরসভার কাউন্সিলর, ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত ব্যবস্থা বা জিটিএ–র কোনও নির্বাচিত প্রতিনিধি, বিধায়ক (এমএলএ) বা সাংসদের (এমপি) মতো কোনও নির্বাচনে জেতা জনপ্রতিনিধি দ্বারা ইস্যুকৃত ইনকাম সার্টিফিকেট ডব্লিউবিজেইই–২০১৯–এর জন্য গ্রহণযোগ্য হবে না।**
৭.০	**আইনি অধিক্ষেত্র** (a) ডব্লিউবিজেইই–২০১৯ আয়োজন সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয় কেবলমাত্র মহামান্য কলকাতা হাইকোর্টের অধিক্ষেত্রাধীন হবে। (b) ডব্লিউবিজেইই–২০১৯–এর মাধ্যমে কোনও পঠনপাঠনের কোর্সে ভর্তিপ্রক্রিয়া সংক্রান্ত কোনও প্রকার বিবাদের ক্ষেত্রে এই বোর্ড কোনও পক্ষ বলে বিবেচিত হবে না।
৮.০	**আবেদনপত্র দাখিল করা, পরীক্ষার ফি জমা দেওয়া এবং কনফার্মেশন পেজ ডাউনলোড/ প্রিন্ট করার পদ্ধতি**
৮.১	**ডব্লিউবিজেইই–২০১৯–এর জন্য আবেদন কেবলমাত্র অনলাইন পদ্ধতিতে http://wbjeeb.nic.in ওয়েব পোর্টালের মাধ্যমে করা যাবে।** **আবেদন করতে গেলে পরীক্ষার্থীর একটি চালু মোবাইল নম্বর এবং একটি বৈধ ই–মেল আইডি থাকা দরকার। ভবিষ্যতের যাবতীয় তথ্য আদান–প্রদান কেবলমাত্র এগুলির মাধ্যমেই করা হবে।** আবেদনের প্রক্রিয়াটি 'ইন্টার‍্যাক্টিভ' প্রকৃতির। এই তথ্যপুস্তিকার **পরিশিষ্ট–১১**–তে অনলাইনে ফর্মপূরণ সংক্রান্ত বিশদ নির্দেশিকা দেওয়া আছে। আবেদনের ধাপগুলি এখানে নিচে সংক্ষেপে উল্লেখ করা হল।
৮.২	**রেজিস্ট্রেশন** পরীক্ষার্থীকে প্রথমে নিজের নাম, পিতার নাম, মাতার নাম এবং জন্মতারিখ, লিঙ্গ, সনাক্তকরণের চিহ্ন ও নম্বর ইত্যাদির মতো রেজিস্ট্রেশন সংক্রান্ত তথ্যাবলি পূরণ করতে হবে।

	রেজিস্ট্রেশনের সময় উপরিলিখিত তথ্যগুলো দেওয়ার সময় উপযুক্ত সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। সাধারণ পরিস্থিতিতে এই তথ্যগুলো কোনওভাবেই বদল/সংশোধন/পরিবর্তন করা যাবে না। এর পাশাপাশি পরীক্ষার হলে ঢোকা, কাউন্সেলিং, সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তিপ্রক্রিয়া এবং রেজিস্ট্রেশনের সময় দাখিলযোগ্য স্কুলের অ্যাডমিট কার্ড, মার্কশিট, সার্টিফিকেট, সচিত্র পরিচয়পত্র, কাস্ট/ক্যাটেগরি শ্রেণিভুক্তির সার্টিফিকেট ইত্যাদিতে উল্লিখিত তথ্যের সঙ্গে অনলাইনে এই পরীক্ষার রেজিস্ট্রেশনের সময় দেওয়া তথ্যাবলি হুবহু মিলতেই হবে। (a) এর পর প্রার্থীকে তার যোগাযোগের বিশদ তথ্যাবলি অর্থাৎ, ঠিকানা, রাজ্য, জেলা, পিন কোড, ই-মেল আইডি, মোবাইল নম্বর এবং ল্যান্ডলাইন নম্বর বা বিকল্প মোবাইল নম্বর ইত্যাদি পূরণ করতে হবে। (b) এগুলো দেওয়ার পর প্রার্থীকে সিস্টেমের নির্দেশানুসার তার পছন্দমতো পাসওয়ার্ড এবং সিকিউরিটি কোয়েশ্চেন/সিকিউরিটি কোয়েশ্চেনের অ্যানসার (উত্তর) বাছতে হবে। (c) এই পর্যায়ে একজন আবেদনকারী তার পুরো আবেদনপত্র পর্যালোচনা এবং দরকারমতো পরিবর্তন(গুলো) করতে পারবে। (d) এর পর আবেদনকারীকে তার রেজিস্ট্রেশনের বিশদ তথ্যগুলি **'Submit'** করতে বলা হবে। (e) এর পরেই একটি অ্যাপ্লিকেশন নম্বর জেনারেট হয়ে যাবে এবং এটি স্ক্রিনে প্রদর্শিত হবে। পাশাপাশি এটি এসএমএস/ই-মেলের মাধ্যমেও সংশ্লিষ্ট আবেদনকারীর/প্রার্থীর কাছে পৌঁছে যাবে। (f) একজন প্রার্থীকে তার পাসওয়ার্ড এবং সিকিউরিটি কোয়েশ্চেন/সিকিউরিটি কোয়েশ্চেনের অ্যানসার অবশ্যই মনে রাখতে হবে। কোনও পরীক্ষার্থী তার পাসওয়ার্ড ভুলে গেলে 'Forgot Password' অপশন ব্যবহার করে তা পুনরুদ্ধার করতে পারবে। **একবার পাসওয়ার্ড ভুলে গেলে বা হারিয়ে ফেললে তা এমনকি বোর্ডের তরফেও পুনরুদ্ধার করা সম্ভব নয়।** (g) একজন পরীক্ষার্থীর পাসওয়ার্ড না জানলে কোনও ব্যক্তি বা এজেন্সির পক্ষে সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার্থীর কোনও তথ্য পরিবর্তন/রদবদল/নতুন করে লেখা সম্ভব নয়। সুতরাং, প্রতিটি পরীক্ষার্থীকে নিজেদের পাসওয়ার্ড অন্য কোনও ব্যক্তিকেই না জানানোর পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। **পাসওয়ার্ড জানানো/ফাঁস করার কারণে কোনও পরীক্ষার্থীর কোনও তথ্যে যে কোনও প্রকার বদল ঘটলে তার দায় এই বোর্ড নেবে না।** (h) আবেদনের পরবর্তী পর্যায়ে যাওয়ার জন্য প্রার্থী লগ আউট করতে পারে অথবা আবেদনপত্র পূরণের পরবর্তী পর্যায়ে যেতে পারবে।
৮.৩	**আবেদন** (a) এই পর্যায়ে প্রার্থীকে তার বিভিন্ন ব্যক্তিগত তথ্য পূরণ করতে হবে যার মধ্যে রয়েছে ডোমিসাইল (আবাসিকতা), ক্যাটেগরি, পিডব্লিউডি স্ট্যাটাস, জেলার নাম, পারিবারিক উপার্জনের স্ট্যাটাস, ধর্ম, নাগরিকত্ব ইত্যাদি। পরীক্ষার্থী যদি জেইই মেইন-২০১৯-এর জন্য আবেদন করে থাকে, তাহলে তাকে জেইই মেইনের অ্যাপ্লিকেশন নম্বরও এখানে উল্লেখ করতে হবে। (b) এর পর প্রার্থীকে তার নিজের পছন্দ অনুসারে তিনটি পরীক্ষাকেন্দ্রের জোন বেছে নিতে হবে এবং আবেদন 'সাবমিট' করতে হবে। (c) এই পর্যায়ে এর পর প্রার্থী চাইলে লগ আউট করে যেতে পারে অথবা ছবি আপলোড করার পরবর্তী পর্যায়ে যেতে পারে।

৮.৪ **ছবি ও স্বাক্ষর–এর স্ক্যান করা কপি আপলোড করার পদ্ধতি**

এই পর্যায়ে বা ধাপে পরীক্ষার্থীকে তার সাম্প্রতিককালে তোলা পাসপোর্ট মাপের রঙিন ছবি ও স্বাক্ষর–এর স্ক্যান করা কপি একসঙ্গেই আপলোড করতে হবে।

পরীক্ষার্থীর ছবির আবশ্যিক গুণাবলি:

(a) ছবিটি অবশ্যই সাম্প্রতিককালে তোলা হতে হবে যাতে সেটি পরীক্ষার্থীর দৈহিক বৈশিষ্ট্যাবলির অনুরূপ হয়।

(b) খারাপ গুণমানযুক্ত ছবি (যেমন– মোবাইল ফোনে তোলা ছবি) গ্রহণযোগ্য নয় এবং এমন ছবি আপলোড করলে তা নিজে থেকেই বাতিল হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে।

(c) ছবির পটভূমি (ব্যাকগ্রাউন্ড) অবশ্যই খুব হালকা রঙের হতে হবে।

(d) ছবিতে পরীক্ষার্থীর মুখ সোজা ক্যামেরা–অভিমুখী এবং পুরো ছবির কমপক্ষে ৫০ শতাংশ জুড়ে থাকতে হবে।

(e) গাঢ় বা সাদার সঙ্গে মিশ্রিত বর্ণের চশমা পরা ছবি গ্রহণযোগ্য নয়।

(f) **আবেদনের সময় আপলোড করা ছবির অনুরূপ কপি পরীক্ষার হলে ঢোকার সময়, কাউন্সেলিংয়ের সময়, বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি বা রেজিস্ট্রেশনের সময় দাখিল করতেই হবে।**

স্ক্যান করা ছবিগুলি যদি উপরিলিখিত নির্ধারিত নির্দেশ অনুসারী না হয়, সেক্ষেত্রে **অ্যাডমিট কার্ড ইস্যু করা সম্ভব হবে না** এবং এমন ধরনের ঘটনার জন্য কেবল সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার্থীই দায়ী থাকবে। ওয়েস্ট বেঙ্গল জয়েন্ট এন্ট্রান্স এগজামিনেশনস বোর্ড কোনওভাবেই পরীক্ষার্থীদের তরফে আপলোড করা ছবিগুলি যাচাই করে না। অবশ্য, যদি কোনও ত্রুটি বোর্ডের নজরে আসে, তাহলে তা সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার্থীর নিবন্ধীকৃত মোবাইল নম্বরে এসএমএস করে জানিয়ে দেওয়া হবে। এমন ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার্থীকে নিজের পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে ওয়েবসাইটে নিজের পেজে লগ–ইন করে সংশোধিত ছবি **(আগে আপলোড করা ছবিটিই ফের আপলোড করা চলবে না)** আপলোড করে দিতে হবে। পরীক্ষার্থী ছাড়া অন্য কারওর পক্ষেই এই ধরনের সংশোধনের কাজ করা সম্ভব নয়। সেই কারণে কোনও পরীক্ষার্থী দ্বারা বোর্ডের কাছে কোনও প্রকার সংশোধনের অনুরোধ রাখা সম্ভব হবে না।

স্ক্যান করা ছবিগুলির ফরম্যাট, স্টোরেজ সাইজ এবং ব্যবহারিক মাপ এখানে নিচের টেবলে দেওয়া হয়েছে:

ছবি	ফরম্যাট	স্টোরেজ সাইজ	মাপ
পরীক্ষার্থীর ছবি	JPG/JPEG	৩ কেবি থেকে ১০০ কেবি	৪ সেমি × ৩ সেমি
পরীক্ষার্থীর স্বাক্ষর	JPG/JPEG	৩ কেবি থেকে ৩০ কেবি	৪ সেমি × ১.৫ সেমি

ওপরে নির্ধারিত স্পেসিফিকেশন মেনে ছবি স্ক্যান করার অনেক পদ্ধতিই রয়েছে। পরীক্ষার্থীদের সুবিধার্থে একটি সহজতর পদ্ধতি এখানে নিচে দেওয়া হল:

১. ৩ সেমি × ৪ সেমি মাপের একটি রঙিন ছবি নাও।

২. এটি ৩০০ ডিপিআই–তে স্ক্যান করাও।

৩. স্ক্যান করানো আউটপুট পেজটি ছবির নির্ধারিত মাপে ক্রপ করে নাও।

৪. ‘Email small’–তে ছবিটিকে resize করে নাও।

৫. Save করো।

৮.৫	**পরীক্ষার ফি জমা দেওয়ার পদ্ধতি** ওপরে লেখা ছবিগুলি ঠিকঠাক আপলোড করতে পারলে সিস্টেম নিজে থেকেই পরীক্ষার্থীকে ফি–পেমেন্টের ধাপে নিয়ে যাবে। (a) এই পরীক্ষার ফি কেবলমাত্র 'নেটব্যাঙ্কিং/ডেবিট কার্ড/ক্রেডিট কার্ড'–এর মাধ্যমেই জমা দেওয়া যাবে। (b) **ডব্লিউবিজেইই–২০১৯ পরীক্ষার ফি বাবদ লাগবে ₹৫০০ (পাঁচশো টাকা মাত্র) এবং এর সঙ্গে প্রযোজ্যমতো ব্যাঙ্কের সার্ভিস চার্জ যোগ হবে।** (c) **একবার জমা দিলে কোনও পরিস্থিতিতেই এই পরীক্ষার ফি ফেরতযোগ্য হবে না।**
৮.৬	**কনফার্মেশন পেজ** ওপরে লেখা পর্যায়গুলি সফলভাবে সম্পূর্ণ করতে পারলে সিস্টেম নিজে থেকেই প্রার্থীকে কনফার্মেশন পেজ ডাউনলোড ও প্রিন্ট করার অপশনে নিয়ে যাবে, যেমনটা ঘটার অর্থ হল সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার্থী সফলভাবে ডব্লিউবিজেইই–২০১৯–এর জন্য অনলাইনে আবেদনপত্র সম্পূর্ণ করেছে। **কনফার্মেশন পেজ জেনারেট না হওয়া পর্যন্ত আবেদনের প্রক্রিয়া অসম্পূর্ণ।** এই কনফার্মেশন পেজে পরীক্ষার্থীর নানা তথ্য থাকবে যেগুলি পরীক্ষার্থী নিজেই দিচ্ছে। সেই কারণে, এই তথ্যগুলিতে কোনও প্রকার ভুলভ্রান্তি থাকলে তার দায়িত্ব জয়েন্ট এন্ট্রান্স এগজামিনেশনস বোর্ড নেবে না। একই তথ্যগুলি সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার্থীর অ্যাডমিট কার্ড এবং র‍্যাঙ্ক কার্ডেও পুনরাবৃত্ত হবে। প্রার্থীকে এর পর তার কনফার্মেশন পেজের একটি প্রিন্ট–আউট নিয়ে ভর্তির পুরো প্রক্রিয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত সেটি যথেষ্ট সাবধানতার সঙ্গে সংরক্ষণ করতে হবে। **পরবর্তীতে ই–কাউন্সেলিং বা ভর্তিপ্রক্রিয়া চলার সময় আর কোনওভাবেই এই কনফার্মেশন পেজ জেনারেট করা যাবে না। তাই, পরীক্ষার্থীকেই এটা সুনিশ্চিত করতে হবে যে, তার কনফার্মেশন পেজটি উপযুক্ত সতর্কতার সঙ্গে নিরাপদে রাখা আছে।** কোনও পরীক্ষার্থী তার কনফার্মেশন পেজ হারিয়ে ফেললে, এই বোর্ডের তরফে কেবলমাত্র ৩১.০৮.২০১৯ তারিখ পর্যন্ত সেটির একটি ডুপ্লিকেট কপি দেওয়া যেতে পারে। কনফার্মেশন পেজের এই ডুপ্লিকেট কপি পেতে গেলে সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার্থীকে এই বোর্ডের কাছে লিখিতভাবে আবেদন জানাতে হবে এবং এর সঙ্গে 'West Bengal Joint Entrance Examinations Board'–এর অনুকূলে কাটা ও 'কলকাতা'–তে প্রদেয় একটি ₹৫০০/– মূল্যের ডিমান্ড ড্রাফ্ট জমা দিতে হবে।
৮.৭	**আবেদনপত্র সংশোধনের পদ্ধতি** (a) **পরীক্ষার্থীর নাম, পিতার নাম, মাতার নাম, লিঙ্গ এবং জন্মতারিখের মতো রেজিস্ট্রেশন সংক্রান্ত প্রাথমিক কোনও তথ্য সংশোধন করা সম্ভব নয়।** (b) **কোনও পরীক্ষার্থী যদি নিজের আবেদনপত্রে ওপরে লেখা তথ্যগুলি বাদে অন্য কোনও তথ্য সংশোধন করতে চায়, তাহলে সে তা কেবলমাত্র নির্দিষ্ট Correction Window Period–এ Edit মোডে গিয়ে করতে পারবে। এই নির্ধারিত কারেকশন উইন্ডো পিরিয়ডের পরে কোনও পরিস্থিতিতেই এই বোর্ড কোনও পরীক্ষার্থীকে কোনও ধরনের তথ্য সংশোধনের সুযোগ দেবে না।** (c) **পরীক্ষার্থীর হয়ে এই বোর্ড কোনও প্রকার সংশোধনের কাজ করবে না।**

	(d) পরীক্ষার্থীর তরফে দেওয়া ব্যক্তিগত তথ্যাবলি–সহ সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার্থীর কনফার্মেশন পেজ, অ্যাডমিট কার্ড, র‍্যাঙ্ক কার্ড ইত্যাদি ইস্যু করা হবে। পরীক্ষার্থীর নিজের কোনও ভুলের কারণে ভর্তির সময় বা পরবর্তীতে কোনও সমস্যা দেখা দেওয়ার ক্ষেত্রে **এই বোর্ড সেই পরীক্ষার্থীকে কোনওভাবেই 'সংশোধনের চিঠি'র মতো কোনও প্রকার সাহায্য করতে পারবে না।** এক্ষেত্রে পরীক্ষার্থীকে নিজেকেই যেখানে সে ভর্তি হতে চায় বা ভর্তি হয়েছে, সেখানে গিয়ে সংশোধন সংক্রান্ত কার্যাবলি করতে হবে।
৯.০	**অ্যাডমিট কার্ড** (a) বিজ্ঞাপিত নির্দিষ্ট মেয়াদে বোর্ডের ওয়েবসাইটে পরীক্ষার্থীদের অ্যাডমিট কার্ড জেনারেট করা হবে এবং এই মেয়াদে পরীক্ষার্থীরা তাদের অ্যাডমিট কার্ড ডাউনলোড করে প্রিন্ট আউট নিতে পারবে। পরীক্ষার দিন পরীক্ষার হলে সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার্থীকে নিজের অ্যাডমিট কার্ডের একটি প্রিন্ট আউট কপি সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে। (b) **পরীক্ষার্থীরা এটা অবশ্যই নিশ্চিত করে নেবে যে, তাদের অ্যাডমিট কার্ড কোনওভাবেই যেন দুর্ঘটনাক্রমেও ছেঁড়া/বিকৃত/নোংরা না হয়। এমন ধরনের ছেঁড়া/বিকৃত/নোংরা অ্যাডমিট কার্ডধারী কোনও পরীক্ষার্থীকেই পরীক্ষার হলে ঢুকতে অনুমতি দেওয়া হবে না।** (c) কেবলমাত্র পরীক্ষার তারিখ পর্যন্তই ডুপ্লিকেট অ্যাডমিট কার্ড জেনারেট করা যাবে। এই কারণে, ভবিষ্যতের যাবতীয় কার্যকলাপের প্রয়োজনে নিজ নিজ অ্যাডমিট কার্ড সুরক্ষিত কোনও জায়গায় অবিক্ষত অবস্থায় রাখার জন্য প্রতিটি পরীক্ষার্থীকে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। (d) পরীক্ষার পরে কোনও পরীক্ষার্থীর ডুপ্লিকেট অ্যাডমিট কার্ডের প্রয়োজন হলে এই বোর্ডের তরফে কেবলমাত্র ৩১.০৮.২০১৯ তারিখ পর্যন্ত সেটির একটি ডুপ্লিকেট কপি দেওয়া যেতে পারে। এই ডুপ্লিকেট কপি পেতে গেলে সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার্থীকে এই বোর্ডের কাছে লিখিতভাবে আবেদন জানাতে হবে এবং এর সঙ্গে 'West Bengal Joint Entrance Examinations Board'–এর অনুকূলে কাটা ও 'কলকাতা'–তে প্রদেয় একটি ₹৫০০/– মূল্যের ডিমান্ড ড্রাফ্ট জমা দিতে হবে। (e) অনলাইন আবেদনের সময় পরীক্ষার্থীদের তরফে দেওয়া কোনও তথ্য ওয়েস্ট বেঙ্গল জয়েন্ট এন্ট্রান্স এগজামিনেশনস বোর্ড যাচাই করে না। কেবলমাত্র একজন পরীক্ষার্থীর দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতেই এই পরীক্ষার অ্যাডমিট কার্ড ইস্যু করা হয়। প্রাথমিকভাবে যোগ্য বলে বিবেচিত হওয়া সমস্ত আবেদনকারীকেই এই পরীক্ষায় বসার উপযোগী অ্যাডমিট কার্ড ইস্যু করা হবে এবং প্রত্যেক আবেদনকারীই শর্তসাপেক্ষে ডব্লিউবিজেইই–২০১৯–তে বসার ছাড়পত্র পাবে। (f) একজন আবেদনকারীর যাবতীয় তথ্য ও সেগুলির সত্যতা কাউন্সেলিং, সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি, রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়ার সময় যাচাই করা হয়। পরীক্ষার পরে কোনও পর্যায়ে যদি অনুসন্ধানের পর কোনও পরীক্ষার্থীকে অন্য কোনও কারণে অনুপযুক্ত বলে বিবেচনা করা হয়, সেক্ষেত্রে ডব্লিউবিজেইই–২০১৯ পরীক্ষায় বসে থাকলে এবং মেধাতালিকাভুক্ত হয়ে থাকলেও সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার্থীর প্রার্থীপদ বাতিল করা হবে। এই পরীক্ষায় বসে থাকা এবং ডব্লিউবিজেইই–২০১৯ পরীক্ষায় মেধাতালিকাভুক্ত হওয়া কোনও পরীক্ষার্থীকেই কোনও প্রতিষ্ঠানে যে কোনও কোর্সে ভর্তির অধিকার বা গ্যারান্টি দেয় না বা দেয় বলে ধরে নেওয়া যাবে না।
১০.০	**পরীক্ষাকেন্দ্র বণ্টন** অনলাইন ফর্মপূরণের সময় দেওয়া পরীক্ষার্থীর দেওয়া পছন্দ মোতাবেক পরীক্ষাকেন্দ্র বণ্টন করা হবে। অবশ্য, এক্ষেত্রে **পরীক্ষাকেন্দ্র বণ্টনের বিষয়ে বোর্ডের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।** সাধারণ পরিস্থিতিতে একবার বণ্টিত পরীক্ষাকেন্দ্র বদলানোর কোনও অনুরোধ বিবেচনা করা হবে না। তথ্যপুস্তিকার পরিশিষ্ট–৯–তে জেলাভিত্তিক পরীক্ষাকেন্দ্রগুলির তালিকা দেওয়া হয়েছে।

	(a) **পশ্চিমবঙ্গ, অসম ও ত্রিপুরার পরীক্ষার্থীরা অবশ্যই ওয়েবসাইটে দেওয়া পরীক্ষাকেন্দ্রের যে কোনও তিনটি জোনকে নিজের পছন্দ অনুযায়ী সাজিয়ে দেবে।** (b) **ওপরে লেখা রাজ্যগুলি বাদে অন্য রাজ্যের পরীক্ষার্থীরা অবশ্যই কলকাতা/হাওড়া/উত্তর ২৪ পরগনা/দক্ষিণ ২৪ পরগনার মধ্যে যে কোনও তিনটি পরীক্ষার জোনকে নিজের পছন্দ অনুসারে সাজিয়ে দেবে।** **কোনও পরীক্ষাকেন্দ্রে যথেষ্ট সংখ্যক পরীক্ষার্থী না থাকলে অথবা অনিবার্য কোনও কারণে/পরিস্থিতিতে একটি পরীক্ষাকেন্দ্র বাতিল করা হতে পারে। এমন পরিস্থিতিতে সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার্থীকে তার পছন্দের বিকল্প পরীক্ষাকেন্দ্র বণ্টন করা হবে।**
১১.০	**মূল্যায়ন ও পরীক্ষার ফলপ্রকাশ** (a) পরীক্ষার কয়েকদিন পরেই www.wbjeeb.nic.in ওয়েবসাইটে এই পরীক্ষার **আদর্শ উত্তর–সঙ্কেত (Model Answer Keys)** প্রকাশ করা হবে। এই কারণে, পরীক্ষার পর থেকে পরীক্ষার্থীদের নিয়মিত এই ওয়েবসাইটটি খেয়াল রাখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। (b) নিজের পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে যে কোনও পরীক্ষার্থী যে কোনও নমুনা উত্তর সঙ্কেতের যাথার্থকে চ্যালেঞ্জ করতে পারবে। (c) www.wbjeeb.nic.in ওয়েবসাইটে দেওয়া নির্ধারিত লিঙ্কের মাধ্যমে **প্রতি প্রশ্নের উত্তর–সঙ্কেত চ্যালেঞ্জের জন্য ₹৫০০/– (পাঁচশো টাকা মাত্র, ব্যাঙ্ক চার্জ অতিরিক্ত)** হারে জমা দিতে হবে এবং এই অর্থাঙ্ক অনলাইন উপায়ে জমা করা যাবে। একবার এই ফি জমা দিলে তা **অফেরতযোগ্য** হবে। (d) কোনও চ্যালেঞ্জ গৃহীত হলে তা পর্যালোচনার পর এই বোর্ড চূড়ান্ত এবং অন্তিম উত্তর সঙ্কেত প্রকাশ করবে। এ ব্যাপারে ওয়েস্ট বেঙ্গল জয়েন্ট এন্ট্রান্স এগজামিনেশনস বোর্ডের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে এবং এই ব্যাপারে পরবর্তীতে আর কোনও যোগাযোগ গ্রাহ্য করা হবে না। (e) পরীক্ষার পরে দুই বা তিন সপ্তাহের (সম্ভাব্য) মধ্যে www.wbjeeb.nic.in ওয়েবসাইটে প্রতি পরীক্ষার্থীর উত্তরপত্র (OMR) এবং মেশিনে পড়া উত্তর (Machine Read Responses) আপলোড করে দেওয়া হবে। (f) নিজের পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে ওয়েবসাইটে ঢুকে যে কোনও পরীক্ষার্থী নিজের OMR সমূহ এবং মেশিনে পড়া উত্তরের স্ক্যান করা ছবির প্রতিলিপি দেখতে পারবে। (g) কোনও পরীক্ষার্থী নিজের OMR বা উত্তরের স্ক্যান করা ছবির প্রতিলিপি নিয়ে সন্তুষ্ট না হলে ওয়েবসাইটেই দেওয়া এই সংক্রান্ত লিঙ্কের মাধ্যমে **প্রশ্নপিছু ₹৫০০/– (পাঁচশো টাকা মাত্র, ব্যাঙ্ক চার্জ অতিরিক্ত) হারে জমা দিয়ে তা চ্যালেঞ্জ** করতে পারবে এবং এই অর্থাঙ্ক নেটব্যাঙ্কিং/ডেবিট কার্ড/ক্রেডিট কার্ড–এর মাধ্যমে জমা করা যাবে। এই ফি **অফেরতযোগ্য** হবে। (h) কোনও চ্যালেঞ্জ গৃহীত হলে এই বোর্ড তা পর্যালোচনার পর চূড়ান্ত এবং অন্তিম সিদ্ধান্ত জানাবে। এ ব্যাপারে ওয়েস্ট বেঙ্গল জয়েন্ট এন্ট্রান্স এগজামিনেশনস বোর্ডের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে এবং এই সংক্রান্ত ব্যাপারে পরবর্তীতে আর কোনও যোগাযোগ গ্রাহ্য করা হবে না। (i) ওপরে লেখা অনলাইন পদ্ধতি বাদে চিঠি, ফ্যাক্স, টেলিফোনের মাধ্যমে চ্যালেঞ্জের আবেদন করলে তা কোনওভাবেই গ্রহণ বা বিবেচনা করা হবে না। (j) নিজেদের পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে বোর্ডের ওয়েবসাইটে লগ–ইন করে পরীক্ষার্থীরা তাদের নিজস্ব র‍্যাঙ্ক কার্ড দেখতে ও ডাউনলোড করতে পারবে। ফলপ্রকাশের পর এই নথিগুলি আর অনলাইনে পাওয়া যাবে না। কোনও পরীক্ষার্থী নির্ধারিত মেয়াদে নিজের এই নথিগুলি ডাউনলোড করতে ব্যর্থ হলে এবং ফলপ্রকাশের পর এগুলির প্রয়োজন হলে সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার্থীকে এই বোর্ডের কাছে

	লিখিতভাবে আবেদন জানাতে হবে এবং এর সঙ্গে প্রতিটি নথির জন্য 'West Bengal Joint Entrance Examinations Board'–এর অনুকূলে কাটা ও 'কলকাতা'–তে প্রদেয় একটি ₹৫০০/– মূল্যের ডিমান্ড ড্রাফ্ট জমা দিতে হবে। তবে, এই সুবিধা সর্বশেষ ৩১.০৮.২০১৯ পর্যন্ত পাওয়া যাবে। (k) মেশিনে পড়া উত্তরসঙ্কেত এবং প্রকাশিত সমাধানসঙ্কেত ব্যবহার করে একজন পরীক্ষার্থী নিজস্ব স্কোর গণনা করতে পারবে। কোনও পরীক্ষার্থীর যদি এই বোর্ডের থেকে ক্যালকুলেশন শিট–এর প্রয়োজন হয়, তাহলে তাকে প্রতিটি পেপারের জন্য ₹৫০০/– হারে ওপরে নির্ধারিত উপায়ে ডিমান্ড ড্রাফ্টরূপে জমা দিতে হবে। তবে, এই সুবিধা সর্বশেষ ৩১.০৮.২০১৯ পর্যন্ত পাওয়া যাবে। (l) চূড়ান্ত ফল র‍্যাঙ্ক কার্ড রূপে প্রকাশ করা হবে যার মধ্যে সমস্ত প্রয়োজনীয় র‍্যাঙ্ক, পেপার–১ (ম্যাথমেটিক্স) ও পেপার–২ (ফিজিক্স ও কেমিস্ট্রি)–এর মোট স্কোর এবং কম্পোনেন্ট স্কোর দেওয়া থাকবে। এই বোর্ড কখনওই সম্পূর্ণ মেধাতালিকা প্রকাশ করে না। (m) নিজেদের পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে বোর্ডের ওয়েবসাইটে লগ–ইন করে পরীক্ষার্থীরা তাদের র‍্যাঙ্ক কার্ড দেখতে এবং ডাউনলোড করতে পারবে। (n) পরবর্তীতে এই বোর্ডের তরফে আয়োজিত ই–কাউন্সেলিং কিংবা ভর্তিপ্রক্রিয়া শেষের পর কোনও পর্যায়ে ডুপ্লিকেট র‍্যাঙ্ক কার্ড জেনারেট করা যাবে না। এই কারণে পরীক্ষার্থীদের ভবিষ্যতে ব্যবহারের প্রয়োজনে নিজেদের র‍্যাঙ্ক কার্ড সুরক্ষিত কোনও স্থানে নিরাপদে অক্ষতভাবে রাখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। (o) এই বোর্ডের তরফে আয়োজিত ই–কাউন্সেলিং কিংবা ভর্তিপ্রক্রিয়া শেষের পরে কোনও পরীক্ষার্থীর ডুপ্লিকেট র‍্যাঙ্ক কার্ডের প্রয়োজন হলে তা দেওয়া যেতে পারে, তবে কেবলমাত্র ৩১.০৮.২০১৯ পর্যন্ত। ডুপ্লিকেট র‍্যাঙ্ক কার্ড প্রয়োজন হলে সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার্থীকে এই বোর্ডের কাছে লিখিতভাবে আবেদন জানাতে হবে এবং এর সঙ্গে প্রসেসিং ফি বাবদ 'West Bengal Joint Entrance Examinations Board'–এর অনুকূলে কাটা ও 'কলকাতা'–তে প্রদেয় একটি ₹৫০০/– মূল্যের ব্যাঙ্ক ড্রাফ্ট জমা দিতে হবে। (p) ডব্লিউবিজেইই–২০১৯–তে বসা সমস্ত পরীক্ষার্থীকেই তার স্কোরসমেত র‍্যাঙ্ক কার্ড ইস্যু করা হবে। তবে, **সকলকেই র‍্যাঙ্ক দেওয়া হবে এমনটা না–ও হতে পারে এবং এমন ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার্থী ই–কাউন্সেলিং প্রক্রিয়ায় অংশ নেওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হবে না** কারণ, কাউন্সেলিংয়ে অংশ নেওয়ার যোগ্য বলে বিবেচনা করার জন্য বোর্ডের তরফে একটি কাট–অফ র‍্যাঙ্ক এবং/বা কোনও কাট–অফ স্কোর নির্ধারণ করা হবে।
১২.০	**কাউন্সেলিং/আসন বণ্টন এবং ভর্তিপ্রক্রিয়া**
	(a) এই পরীক্ষার ফলপ্রকাশের কয়েকদিনের মধ্যেই **www.wbjeeb.in এবং www.wbjeeb.nic.in** ওয়েবসাইট দুটিতে ই–কাউন্সেলিং/আসন বণ্টন এবং ভর্তিপ্রক্রিয়া সংক্রান্ত বিশদ তথ্যাবলি আলাদাভাবে প্রকাশ করা হবে। কেবলমাত্র ই–কাউন্সেলিংয়ের জন্য যোগ্য নির্ধারিত হওয়া র‍্যাঙ্কাররাই এই ই–কাউন্সেলিং প্রক্রিয়ায় অংশ গ্রহণ করতে পারবে। (b) কাউন্সেলিং এবং আসন বণ্টনের আগেই উপযুক্ত কর্তৃপক্ষসমূহ দ্বারা প্রদত্ত প্রতিষ্ঠান ও কোর্সভিত্তিক উপলব্ধ আসন সংখ্যা ওপরে লেখা ওয়েবসাইটগুলিতে জানিয়ে দেওয়া হবে।

পরিশিষ্ট–৮

পরীক্ষার বিধি ও নিয়মাবলি

১. পরীক্ষা শুরুর নির্ধারিত সময়ের কমপক্ষে ৩০ মিনিট আগে পরীক্ষাকেন্দ্রে পরীক্ষার্থীদের ঢোকার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

২. প্রত্যেক পরীক্ষার্থীকে যথেষ্ট সময় থাকতেই এটা নিশ্চিত করে নিতে হবে যে, সে তার নির্ধারিত পরীক্ষাকেন্দ্রের যথাযথ অবস্থান সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা পেয়েছে এবং পরীক্ষার দিন সময়ে পরীক্ষাকেন্দ্রে পৌঁছনো সহ যে কোনও ধরনের ঝামেলা এড়াতে এবং পরীক্ষাকেন্দ্র সংক্রান্ত যে কোনও সমস্যার নিষ্পত্তি করার লক্ষ্যে উপযুক্ত পদক্ষেপ নিয়েছে।

৩. কোনও পরীক্ষার্থীর অ্যাডমিট কার্ডে নির্ধারিত ও উল্লিখিত পরীক্ষাকেন্দ্র ছাড়া অন্য কোনও পরীক্ষাকেন্দ্রে তাকে পরীক্ষায় বসতে দেওয়া হবে না।

নিজের বদলে অন্য কোনও পরীক্ষার্থীর আসনে বসে থাকা অবস্থায় কোনও পরীক্ষার্থীকে পাওয়া গেলে তার বিরুদ্ধে নালিশ করা হবে এবং সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার্থীর ওই পেপারের পরীক্ষা বাতিল করা হবে।

৪. পরীক্ষাকেন্দ্রে ঢোকার জন্য প্রত্যেক পরীক্ষার্থীকে নিম্নলিখিত নথিগুলি সঙ্গে করে আনতে হবে:

(ক) ডব্লিউবিজেইই–২০১৯–এর অ্যাডমিট কার্ডের প্রিন্ট আউট।

(খ) অনলাইন আবেদনের সময় আপলোড করা পরীক্ষার্থীর ছবির অনুরূপ একটি রঙিন পাসপোর্ট মাপের ছবি।

(গ) আধার কার্ড/ প্যান কার্ড/ পাসপোর্ট/ মাধ্যমিক বা সমতুল দশম শ্রেণির বোর্ড পরীক্ষার অ্যাডমিট কার্ড/ স্কুলের আইডি কার্ড ইত্যাদির মতো পরীক্ষার্থীর কোনও সচিত্র পরিচয়পত্রের আসল কপি।

৫. নিষিদ্ধ সামগ্রী পরীক্ষার্থীর সঙ্গে আছে কি না, তা যাচাইয়ের জন্য পরীক্ষাকেন্দ্রে ঢোকার আগে পরীক্ষার্থীদের খানাতল্লাশি করা হতে পারে।

৬. পরীক্ষা শুরুর নির্ধারিত সময়ের অন্তত ১৫ মিনিট আগেই প্রত্যেক পরীক্ষার্থীকে তার জন্য নির্ধারিত আসনে বসে পড়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

৭. পরীক্ষা শুরুর নির্ধারিত সময়ের পর কোনও পরিস্থিতিতেই কোনও পরীক্ষার্থীকে পরীক্ষার হলে ঢোকার অনুমতি দেওয়া হবে না।

৮. পরীক্ষার হলে কোনও পরীক্ষার্থী কোনও লিখিত বা মুদ্রিত উপাদান, ক্যালকুলেটর, পেন, ডকুপেন, লগ টেবল, হাতঘড়ি, মোবাইল ফোনের মতো কোনও যোগাযোগের যন্ত্র ইত্যাদি সঙ্গে নিয়ে পরীক্ষার হলে ঢুকতে পারবে না। পরীক্ষা চলার সময় এই ধরনের কোনও সামগ্রী কোনও পরীক্ষার্থীর কাছে পাওয়া গেলে সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার্থীর বিরুদ্ধে নালিশ করা করা হবে এবং তৎক্ষণাৎ তার পরীক্ষার্থীপদ বাতিল করা হবে।

৯. পরীক্ষা শুরুর নির্ধারিত সময়ের যথেষ্ট আগেই পরীক্ষার্থীদের কোয়েশ্চেন বুকলেট (প্রশ্নপত্র) বণ্টন করা হবে। কোয়েশ্চেন বুকলেটের সিল না কেটে এর ভেতর থেকে OMR শিটটি বার করে নিতে হবে। পরীক্ষার্থীদের এটা নিশ্চিত করে নিতে হবে যে, OMR নম্বর এবং কোয়েশ্চেন বুকলেট নম্বর একই আছে। এই দুটি নম্বর যদি না মেলে, সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার্থী ওই পরীক্ষা হলের দায়িত্বে থাকা পরিদর্শকের কাছে তৎক্ষণাৎ একই সিরিজ থেকে অন্য একটি কোয়েশ্চেন বুকলেট ও OMR সমেত পুরো একটি নতুন সেট দেওয়ার অনুরোধ জানাবে।

১০. কোয়েশ্চেন বুকলেটের ওপরের অংশে পরীক্ষার্থী তার স্বাক্ষর করবে।

১১. প্রত্যেক পরীক্ষার্থীকে তার OMR এবং কোয়েশ্চেন বুকলেটের কভার পেজে দেওয়া নির্দেশাবলি ভাল করে পড়ে নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

১২. OMR-এর যথাযথ অংশে পরীক্ষার্থীকে তার কোয়েশ্চেন বুকলেট নম্বর এবং রোল নম্বর ঠিকঠাক লিখতে হবে (এই তথ্যপুস্তিকার পরিশিষ্ট-১৩ দ্রষ্টব্য)। কোয়েশ্চেন বুকলেট নম্বর এবং রোল নম্বর উল্লেখ করা/লেখার সময় কোনও ভুল হলে সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার্থীর ওএমআর বাতিল হতে পারে কিংবা কম্পিউটার স্ক্যানারে ভুলভাবে পড়া হতে পারে। এমন ক্ষেত্রে বোর্ড কোনওভাবেই দায়ী থাকবে না। কোনও পরীক্ষার্থী এমন কোনও ভুল করে ফেললে, সে কোনওভাবেই সেটা মুছে লেখার (ওভাররাইট) চেষ্টা করবে না। পরীক্ষার হলে পরিদর্শনের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে অনুরোধ জানালে তিনি ভুল অংশটি কেটে দিয়ে ঠিকভাবে তা লিখে তার পাশে নিজের স্বাক্ষর করে দেবেন।

১৩. কোয়েশ্চেন বুকলেট নম্বর এবং রোল নম্বরের অঙ্কসংখ্যাগুলি ঠিকঠাক লেখার পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট বৃত্তগুলি (bubbles) যথাযথভাবে ভরাট করে দিতে হবে।

১৪. OMR-এর যথাযথ অংশে পরীক্ষার্থীর নাম বড় হস্তাক্ষরে (CAPITAL LETTERS), পরীক্ষাকেন্দ্রের নাম এবং পরীক্ষার্থীর স্বাক্ষর থাকতে হবে। এর বাইরে OMR-এর কোনও অংশে অযথা কোনও আঁচড় বা দাগ পড়লে সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার্থীর OMR বাতিল হতে পারে।

১৫. অ্যাটেন্ড্যান্স শিটে পরীক্ষার্থীর রোল নম্বর, ছবি, নামের বানান (এই তথ্যপুস্তিকার পরিশিষ্ট-১৪ দ্রষ্টব্য) ইত্যাদি পরীক্ষার্থীর অ্যাডমিট কার্ডের সঙ্গে মিলছে কি না, তা পরীক্ষার্থীকে যাচাই করে নিতে হবে। কোনও সংশোধনের দরকার হলে, তা সঙ্গে সঙ্গে পরিদর্শকের নজরে আনতে হবে।

১৬. পরীক্ষা শুরুর সময় এবং পরিদর্শক ঘোষণা করার পরেই কোয়েশ্চেন বুকলেটের সিল খোলা যাবে। প্রশ্নপত্র খোলার পরে প্রথমেই পুরো প্রশ্নপত্রটি উলটেপালটে দেখে নিতে হবে সবগুলি পৃষ্ঠা ঠিকঠাক রয়েছে কি না, কোথাও কোনও মুদ্রণের ত্রুটি রয়েছে কি না, কোনও পৃষ্ঠা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে কি না, সবগুলো পৃষ্ঠা ঠিকঠাক পড়া যাচ্ছে কি না, ইত্যাদি। কোনও ত্রুটি নজরে এলে সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার্থী ওই পরীক্ষা হলের দায়িত্বে থাকা পরিদর্শকের কাছে তৎক্ষণাৎ একই সিরিজ থেকে পুরো একটি নতুন সেট দেওয়ার অনুরোধ জানাবে।

১৭. পরীক্ষা চলার সময় পরীক্ষার্থীরা নিস্তব্ধতা বজায় রাখবে। পরীক্ষা চলার সময় কোনও রকম কথাবার্তা বা ইঙ্গিত বা বিশৃঙ্খলাকে অসদাচরণ হিসেবে গণ্য করা হবে। কোনও পরীক্ষার্থী যদি অসদুপায় অবলম্বন করে, তাহলে তার পরীক্ষার্থী পদ বাতিল করা হবে এবং অন্যায়ের প্রকৃতির ওপর নির্ভর করে সংশ্লিষ্ট সেন্টার-ইন-চার্জ তাকে বরাবরের জন্য বা কোনও পেপারে কিছু মেয়াদের জন্য পরীক্ষা দেওয়া থেকে বিরত করতে পারেন।

১৮. প্রশ্ন সংক্রান্ত কোনও ব্যাপারে পরিদর্শকের সঙ্গে কোনও আলোচনা করা যাবে না।

১৯. কোয়েশ্চেন বুকলেটে দেওয়া নির্ধারিত স্থানের মধ্যেই পরীক্ষার্থীদের যাবতীয় রাফ ওয়ার্ক করতে হবে।

২০. পরীক্ষা শেষ না হওয়া পর্যন্ত পরিদর্শকের অনুমতি ছাড়া কোনও পরীক্ষার্থী তার আসন ছেড়ে যেতে পারবে না।

২১. পরীক্ষা শেষের পর সবগুলি OMR সংগ্রহ ও মিলিয়ে নেওয়ার আগে কোনও পরীক্ষার্থী পরীক্ষার হল ছেড়ে বেরোনোর অনুমতি পাবে না।

২২. পরীক্ষা শেষের পর পরীক্ষার্থীরা তাদের নিজ নিজ কোয়েশ্চেন বুকলেট সঙ্গে করে নিয়ে যেতে পারবে।

২৩. কোনও ভুয়ো পরীক্ষার্থী ধরা পড়লে তৎক্ষণাৎ তাকে পুলিসের হাতে তুলে দেওয়া হবে এবং প্রকৃত পরীক্ষার্থীর পরীক্ষার্থীপদ বাতিল করা হবে।

পরিশিষ্ট–১০

গুরুত্বপূর্ণ তারিখসমূহ

	কাজের নাম	তারিখ (সময়–সহ)
১	পরীক্ষার ফি দাখিল সহ অনলাইনে আবেদনের মেয়াদ	**২৬.১২.২০১৮ (বুধবার)** **থেকে** **২২.০১.২০১৯ (মঙ্গলবার)** **[বিকেল ৫.০০টা পর্যন্ত]**
২	অনলাইনে আবেদন সংশোধন এবং সংশোধিত কনফার্মেশন পেজ ডাউনলোডের মেয়াদ	**২৩.০১.২০১৯ (বুধবার)** **থেকে** **২৫.০১.২০১৯ (শুক্রবার)**
৩	ডাউনলোডের উপযোগী অ্যাডমিট কার্ড প্রকাশ	**১৪.০৫.২০১৯ (মঙ্গলবার)** **[সম্ভাব্য]**
৪	পরীক্ষার তারিখ: পেপার–১ (ম্যাথমেটিক্স) পেপার–২ (ফিজিক্স ও কেমিস্ট্রি)	**২৬.০৫.২০১৯ (রবিবার)** [সম্ভাব্য তারিখ এবং অনিবার্য পরিস্থিতিতে বদলাতে পারে] **বেলা ১১.০০টা থেকে দুপুর ১.০০টা** **দুপুর ২.০০টো থেকে বিকেল ৪.০০টে**
৫	ফলপ্রকাশ	**০২.০৭.২০১৯ (মঙ্গলবার) [সম্ভাব্য]**

দ্রষ্টব্য: অনিবার্য পরিস্থিতিতে উপরিলিখিত সমস্ত সূচি পরিবর্তনসাপেক্ষ।

ডোমিসাইল সার্টিফিকেটের প্রোফর্মা, ইনকাম সার্টিফিকেটের বয়ান, অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের তালিকা, উপলব্ধ কোর্স/ ব্রাঞ্চসমূহের তালিকা, ডব্লিউবিজেইই–২০১৯ পরীক্ষার সিলেবাস, পরীক্ষাকেন্দ্রসমূহের তালিকা, অনলাইনে আবেদন সংক্রান্ত নির্দেশিকা, অনুমোদিত বোর্ড/ কাউন্সিলসমূহের তালিকা, নমুনা উত্তরপত্র (ওএমআর), নমুনা হাজিরাখাতা (অ্যাটেন্ডেন্স শিট) ইত্যাদির মতো বাকি পরিশিষ্টগুলির (পরিশিষ্ট ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৯, ১১, ১২, ১৩, ১৪) জন্য অনুগ্রহ করে ইংরেজি মাধ্যমের তথ্যপুস্তিকা (English Medium Information Brochure) দেখুন।